আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৩ ■ সংখ্যা ১ ও ২ ■ জানুয়ারি-জুন ২০২১

করোনাকালীন সংকটে
ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৩ ❑ সংখ্যা ১ ও ২ ❑ জানুয়ারি-জুন ২০২১

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নানাভাবে বাধাগ্রস্থ। কিন্তু জীবন থেমে থাকে না। এবছরও কারোনার ছোবলের মধ্যেই আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। গত বছর মিশনের কার্যক্রমে ছিল অনেকটা স্থবিরতা। এবার সেটা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চলছে।

এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে মিশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের বিবরণ প্রকাশ করা হল। সব সেক্টরেই গত বছরের তুলনায় কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। শিক্ষা সেক্টর শিশুদের ঝড়ে পরা প্রতিরোধে নিয়েছে নানা উদ্যোগ। বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে শিশু নগরী ও শেল্টার হোম-য়ে। ওয়শ সেক্টর মোকাবেলা করেছে নানাধরনের সংকট, তাই নিতে হয়েছে নতুন কৌশল। স্বাস্থ্য সেক্টর সময়মতো চিকিৎসা প্রদান করেছে এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রটোকল ও গাইডলাইন তৈরি করেছে ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ডিজাজটার রিডাকশন ইউনিট মানুষকে আর্থিক ও সামাজিক দুর্যোগ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সর্বোপরি কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে মিশনের কর্ম-এলাকায়।

এছাড়া অন্যান্য প্রতিবেদনে মিশনের নিয়মিত কার্যক্রমের সংবাদ তুলে ধরা হয়েছে।

২০২১ সালে মিশন বার্তা-র প্রথম সংখ্যাটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এবার দুটি সংখ্যা একত্রিত করে জানুয়ারি ২০২১-জুন ২০২১ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হল।

সকলেই স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মেনে চলব। বার বার হাত ধোয়া আর মাস্ক পরা জীবনের নিত্যসঙ্গী করে নিতে সচেষ্ট হব। মহামারীকে আমরা পরাস্ত করবই।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৮-১৩
করোনাকালীন সংকটে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের
চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ
লিখেছেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩-৭
প্রতিবেদন ১৪-১৫
শিক্ষা ১৬-২০
স্বাস্থ্য ২১-২৮
বিবিধ ২৯-৩২

১৪
ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবায় নজীর দেখাচ্ছে
আহছানিয়া মিশন
লিখেছেন মোখলেছুর রহমান

২০
"নিরাপদ ইশকুলে ফিরি"
ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

২১
কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম চলছে
হাজারীবাগ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে

২৯
জামালপুরে ২০২০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত
পরিবারের পাশে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

৩২
পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভিক্ষুকদের মাঝে পণ্য
সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

ইনস্টিটিউট অব সূফীজম-এর বছরব্যাপী সেমিনার

– শাঈখ মুহাম্মদ উসমান গণী

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রেই তার অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যে কলেজে পড়াশোনা করেছেন কোলকাতায় সেই কলেজ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) -এর প্রতিষ্ঠিত।

আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম-এর উদ্যোগে ১৪৪২ হিজরী সনে বছরব্যাপী সেমিনার সিরিজের আয়োজন করা হয়। হিজরী সন ও এ সনের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে সামনে রেখে এই আয়োজনের উদ্যোগ নেয় আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফীজম।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী সঞ্জরী আজমিরী (রহ.) ও হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর দীক্ষা নিয়ে আয়োজিত হয় সেমিনার। এই সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক ড. মাওলানা কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, আহছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফীজমের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্ত রাখেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান সেমিনারে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন।

অষ্টম আয়োজন তিনটি বিষয় -খাজা গরীব নেওয়াজ (রহ.)-এর ওফাত বার্ষিকী, সেটি রজব মাসে। মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) ওরস শরীফ এবং একই সাথে ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস। তিনটি বিষয়ই সেমিনারে উঠে আসে।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক ড. মাওলানা কে এম সাইফুল ইসলাম খান বলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ১১৪৩ থেকে ১২৩৬ সাল পর্যন্ত জীবনী। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) 'দিওয়ানে মুঈনদ্দীন' গন্থে ১১৭টি গজল রচনা করেছেন। কাছিদা রচনা করেছেন ২টি এবং রুবাই রচনা করেছেন ৫টি। আনিসুল আরওয়াহ (রুহের ঘনিষ্ট বন্ধু) গ্রন্থটি তাঁর ২৮টি মজলিসে আলোচনার সঙ্কলিত লিপিবদ্ধর রূপ। তিনি লিখেছেন আসরারে হাকীকী (প্রকৃত সত্য), গাঞ্জে আছার (রহস্যের ভাণ্ডার)।

ড. সাইফুল ইসলাম খান বলেন, তাসাওউফ ও তরীকতের ওপর যে সাধনা এবং তার যে রিয়াজত করতে হয়, এই রিয়াজত কোন পর্যায়ে করতে হয়, কীভাবে করতে হয় তা নিয়ে হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর গ্রন্থ রিসালায়ে মঈনুদ্দীন। অর্থাৎ একজন আল্লাহর ওলী, প্রকৃত আবেদ আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ককে কীভাবে, কোন পদ্ধতির তার ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে তিনি করবেন, গ্রন্থে তিনি বলেছেন। কথা বলা, মতামত দেওয়া, ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে কথা বলা, আপনজনদের সাথে কথা বলা এবং এ সময়গুলোতে মেজাজ কেমন থাকবে, কোন পরিবেশে কীভাবে কথা বলা দরকার যাবতীয় বিষয়গুলো এখানে এসেছে।

ড. খান আরো বলেন, আমলে সালেহ থাকার পরেই একজন মুসলিম কিন্তু দাবী করতে পারবে যে সে মুসলমান। অর্থ্যাৎ মুসলমানের জীবনটাই আমলে সালেহ দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে। তার সকল কাজের মাধ্যমে তিনি স্রষ্টার কাছে অবনত চিত্তে জীবনাতিপাত করবেন। হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তার নয়টি গ্রন্থের মধ্যে তাসাওউফে মনজুম কাব্যাকারে সাজিয়েছেন।

তিনি জানান, হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এবাদতকে আল্লাহর কাছে কবুল করার জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬৭টি আমল করেছেন। শরীয়তের পথ ধরে জীবন পরিচালনা যে শিক্ষা রাসুল (স.) দিয়েছেন, অত্যন্ত সচেতনভাবে ও কঠোরভাবে তার অনুসারীদেরকে মানার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তার হৃদয়ের আয়নায় কুরআনকে ধারণ করেছেন।

প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ বলেন, আহ্ছানিয়া তরীকা কাদরিয়া, চিশতিয়া এবং ওয়ারিসিয়া-এই তিন তরীকার সমন্বয়ে। এই তিন তরীকার মধ্যে হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত করেন কাদিরিয়া তরীকা, হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী

গরীব নেওয়াজ (রহ.) চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। নামের সঙ্গেই এদের তরীকার বৈশিষ্ট্য। হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে সমন্বয় সাধন। খাজা মুঙ্গনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ওনার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সামা (মরমী সঙ্গীত) পছন্দ করতেন কিন্তু আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) সামা পছন্দ করতেন না। তাদের তরীকার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল বিষয় এক। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) লিখেছেন- ইবাদত করার তরীকা ভিন্ন হলেও মকসুদ (উদ্দেশ্য) সবারই এক। খোদা প্রাপ্তি।

মাওলানা মাওলানা মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রেই তার অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যে কলেজে পড়াশোনা করেছেন কোলকাতায় সেই কলেজ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনেক। তিনি তার লিখিত শতাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা বিষয়ক বহু গ্রন্থ। এমনকি তিনি লিখেছেন পদার্থবিজ্ঞান নিয়েও। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তিনি বাংলা ভাষায় লিখেছেন। সেই সময় উর্দু, ফার্সি, আরবীতে ও ইংরেজিতে লেখাকে আভিজাত্য মনে করা হতো। কিন্তু তিনি লিখেছেন বাংলায়। তিনি সেই সময় বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের জন্য বৈপ্লবিক এক অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন।

১০ মার্চ পবিত্র শবে মিরাজ এবং নামাজের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে হয় সেমিনার। অনলাইনে যুক্ত হয়ে সেমিনারে আলোচনা করেন, প্রফেসর ড. এম শমসের আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক মুফতী মাওলানা ড. গোলাম রব্বানী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি আবু তৈয়ব আবু আহমেদ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন।

প্রফেসর ড. এম শমসের আলী বলেন, শবে মিরাজের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল যে এটা কীভাবে ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে যখন আবুবকর (রা.)-কে বলা হলে তিনি বললেন, আমি বিশ্বাস করি।

ড. এম শমসের আলী বলেন, তখন মাধ্যকর্ষণ শক্তি ছিল কিন্তু এ সম্পর্কে মানুষের কোনো

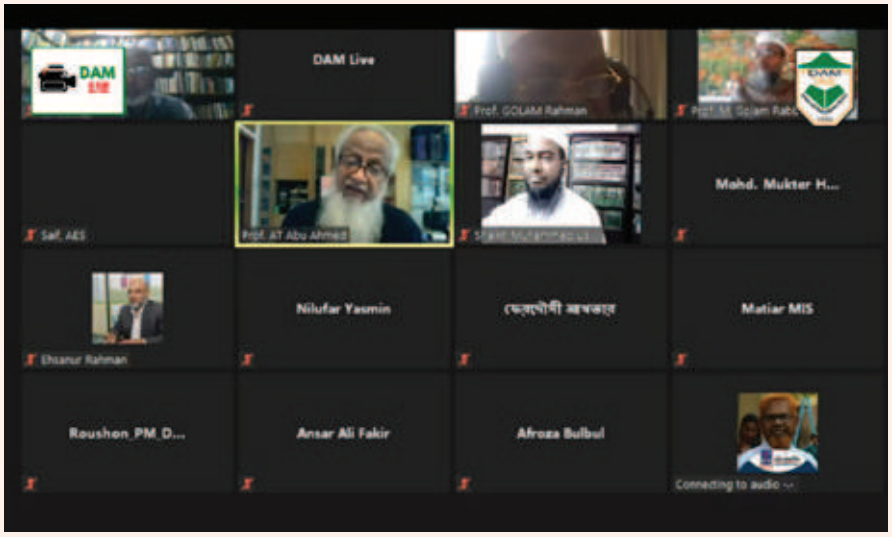

পবিত্র শবে মিরাজ এবং নামাজের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা

জ্ঞান ছিল না। যেকোনো জিনিস উপরে তুললে নিচে চলে আসে। অন্যদিকে যদি মিলন আধ্যাত্মিকভাবে হয়ে থাকে তাহলে বৈজ্ঞানিকভাবে এটাকে নেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তবে নিউটনের তৃতীয় সুত্র, গ্রাভিটেশনের সুত্র জানার ফলে এ বিষয়টি অনেকখানি বোঝা সম্ভব হয়েছে।

তিনি জানান, কতগুলো প্রশ্ন যেমন বোরাক কি একটি স্পেসশীপ ছিল? যদি এটা স্পেসশীপ হয় তাহলে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওভারকাম করলেন কীভাবে? অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটল কীভাবে? এবং যখন ফিরে আসবেন ও এই এটমোসফেয়ারে ঢুকবে তখন তাপমাত্রা প্রচণ্ড বেড়ে যাবে, তখন কী হবে? এমন নানাবিধ প্রশ্ন।

ড. শমসের আলী বলেন, এটা শুধু মুসলমানদের নয় বরং এই ভ্রমণটি ছিল সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি আলোচনার বিষয়। সেকেন্ডে সাত মাইলের বেশি গতিতে যদি কোনো পাথর ছোড়া যায়, তাহলে এটি আর্থের গ্রাফিটেশনাল ফোর্স ওভারকাম করে চলে যাবে। এখনকার যে সুপারসনিক বিমান সেগুলো দেখলেই বোঝা যায়। আবার মুভিং ক্লক ও ফিক্সড ক্লকের মধ্যে যে টাইমটা আলাদা হবে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী বলেন, আধ্যাত্মিকতা বলতে সহজভাবে বলতে হয় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। আল্লাহর হয়ে যাওয়া। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন প্রতিটা কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে। যখন কেউ এবাদত করবে তখন আল্লাহ তায়ালাকে যেন দেখতে পায়। দেখতে পারাটা সেটা অনেক উচ্চ পর্যায়ের বিষয়। আল্লাহ সামনে আছেন। যদি আল্লাহকে না দেখতে পায় তাহলে আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন। এই বিষয়গুলো নামাজের মধ্যে বেশি হয়। নামাজ আল্লাহর সাথে কথা বলা হয়। যখন প্রতিটি সূরা পড়া হয়, তখন প্রতিটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কথা বলা হয়। এভাবে 'আল্লাহ আমাদের রব, আল্লাহ আমাদের সব' এই বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে চলে আসে, তাহলে আমাদের জীবন ব্যবস্থা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে। নামাজ হলো মুমিনের মিরাজ।

প্রফেসর আবু তৈয়ব আবু আহমেদ বলেন, আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স.)-এর উম্মতকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছেন মেরাজের মাধ্যমে। নবীজি (স.)-এর ধ্যানে আল্লাহর তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ অনেক আগেই হয়েছে। সশরীরে হয়েছে মেরাজের মাধ্যমে। এই মিরাজের মাধ্যমে ছয়মাসের রোজা একমাস হয়েছে।

সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বড় মোজেজা হলো এই মিরাজ।

৬ মে জাতীয় সমাজ জীবনে জুমুআতুল বিদার তাৎপর্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন সেমিনার। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদের খতীব মুফতী মাওলানা আবু সাইদ জিহাদী, গুলশান জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হাফেজ মাওলানা হাফিজুর রহমানসহ অন্যান্যরা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

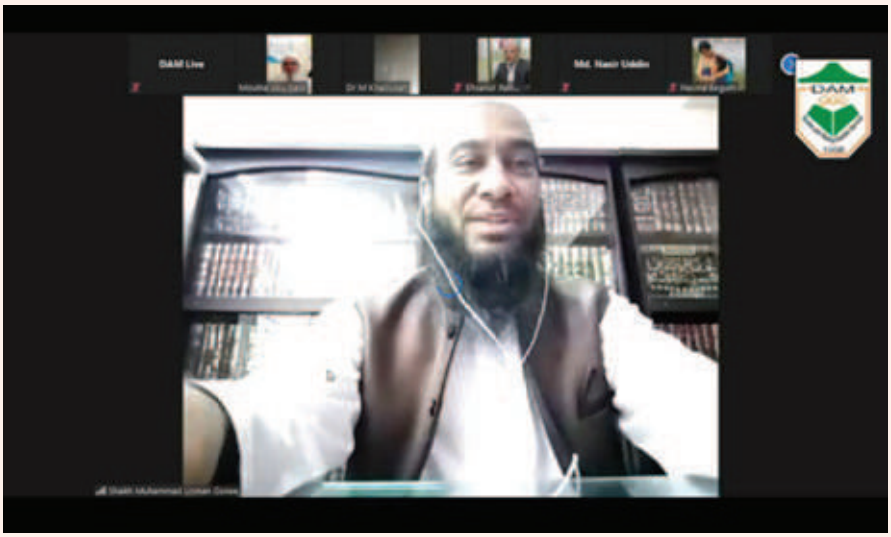

জুমুআতুল বিদা উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শাঈখ মুহাম্মদ উসমান গণী

মাওলানা হাফিজুর রহমান বলেন, জুমুআতুল বিদা কি নিজেই বিদায় নিচ্ছে, না আমরাই বিদায় দিচ্ছি। জুমুআাতুল বিদা মানে রমজানের বিদায়। একথা যেমন ঠিক, তেমনি জুমুআতুল বিদা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে কিন্তু আমরা থাকবো না। আগামী জুমুআতুল বিদা এর আগেই আমাদের অনেকেই চিরতরে বিদায় নিবে, এটাও ঠিক।

তিনি বলেন, হজরত মুহাম্মাদ (স.) এই মাহে রমজানের জন্য খুব ব্যাকুল থাকতেন। তার এই ব্যাকুলতা রজব মাস থেকে শুরু হতো। রজব মাসেই হজরত মুহাম্মাদ (স.) দোয়া করতেন যেন তাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন।

তিনি আরো বলেন, রমজান মাসের জন্য কতটা ব্যাকুল হলে প্রিয়নবী (স.) দুই মাস আগ থেকে আল্লাহর কাছে কাঁদতেন। তিনি বলতেন রমজান আমার আশ্রয়, রমজান আমার মাগফেরাত ও নাজাতের সওগাত। রমজান আমার সবকিছু মুছে দিবে। সকল দুঃখ, কষ্ট, সকল অপরাধ। 'লাইলাতুল কদর' এর সম্মানে সমস্ত কিছু মুছে দিবে।

তিনি আলোচনায় বলেন, জুমুআতুল বিদাকে বুঝতে হলে রমজানকে বুঝতে হবে। আর রমজানকে বুঝতে হলে তাকওয়াকে বুঝতে হবে। তাকওয়াকে বুঝতে পারলে মানবতার গুরুত্ব বোঝা যাবে। আল্লাহ পবিত্র কুরানের ঘোষণার মাধ্যমে এই রমজান মাসের তিরিশটি রোজাকে ফরজ করে দিয়েছে। এটা কোনো নতুন বিধান নয়। পূর্ববর্তী সকল নবীদের জন্য দিয়েছেন। সিয়ামের বিধান সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলে দিয়েছেন তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য। তাকওয়া হলো হালাল, হারাম মেনে চলা।

তিনি বলেন, আমাদের চলার পথে অসংখ্য কাটা বিছানো আছে। এই চলার সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নাফরমানীর কাটা যেন না বিধে আমার শরীরে সেই অবস্থায় নিজেকে প্রস্তুত করার নামই তাকওয়া।

মাওলানা মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী বলেন, মহান রব্বুল আলামীন ভালোবেসে মাখলুকাত বানিয়েছেন। জিন ও ইনসানকে তৈরি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। মানুষ যেন সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেজন্য নবী রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল কিতাব রমজান মাসেই নাযিল করেছেন। এ কারণে রমজান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস।

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী জানান, জুমুআর দিনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর রমজানের জুমুআগুলো আরো বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত। রমজান মাসের প্রতিদিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে ক্ষমা করেন। জুমুআর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যেসময় মানুষ যে দোয়া করে সেই দোয়া-ই কবুল হয়। যে মাসটির জন্য নবী করিম (স.) আল্লাহর কাছে আবেদন করতেন, আমরা যে মাসটি এত আয়োজন করে শুরু করি, সেই মাসটি আমাদের থেকে চলে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে একে আমরা জুমুআতুল বিদা বলে থাকি।

প্রফেসর আবু তৈয়ব আবু আহমেদ বলেন, জুমুআ হলো সাপ্তাহিক ঈদের দিন। সাপ্তাহিক মূল্যায়নের দিন। আমি এক সপ্তাহ ধরে কি করলাম। সমাজের কি ভূমিকা রাখলাম। জাতির কি ভূমিকা রাখলাম। তার হিসেব-নিকেশের দিন হলো জুমুআর দিন।

২১ জুন ২০২১ তারিখে সমাজকল্যাণে যুবসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে হজরত গফুর শাহ (রহ.)-এর শিক্ষা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে ইঞ্জিনিয়র ড. কাজী আলী আজম বলেন, যে বিষয়ের ওপর আজকের সেমিনার এই বিষয়ে হজরত গফুর শাহের যে গভীরতা সেই তুলনায় আমাদের কাছে তথ্য অনেক কম। তাই আমাদের যে পরিমাণ সামর্থ্য রয়েছে সেই সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে হজরত গফুর শাহের জীবনী সামনে নিয়ে আসার সময় হয়েছে। ধুমকেতুর মতো জ্বলে ওঠা জীবন তার। উনার জীবন দর্শন, আর্থিক ও ঐশিক বা গায়েবী প্রেম আধ্যাত্মিকতা এবং মানুষের রহমত প্রাপ্তির জন্য তিনি যুব সমাজকেই বেছে নিয়েছেন, এগুলোকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) তাঁর হাতে হাত রেখেছিলেন।

সমাজকল্যাণে যুবসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে হজরত গফূর শাহ (রহ.)-এর শিক্ষা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন আবু তৈয়ব আবু আহমেদ

ইঞ্জিনিয়ার আলী আজম জানান, ১৯০৫ সালে তিনি আলীগড়ে অধ্যয়নরত ছিলেন হজরত গফূর শাহ। ঐশী প্রেমের অস্থিরতায় জন্য মায়ের অনুমতি নিয়ে বের হলেন আল্লাহর পথে এবং আজমীর, দিল্লি, পানিপথসহ বিভিন্ন জায়গায় সফর করে এক গহীন বনে ১১ মাস সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং সেখানে আধ্যাত্মিক সফলতা লাভ করলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক রোশনাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং যুবক সমাজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। তিনি মনে করতেন, যুব সমাজকে যদি ধর্মীয় গতি শক্তি দিয়ে পরিচালিত করা যায় তাহলেই তাদেরকে দ্রুত ইসলামিক দর্শন ও আধ্যাত্মিক দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি দেশ নিয়েও চিন্তা করতেন।

ড. আলী আজম জানান, ভারতে যে স্বদেশি আন্দোলন ছিল সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার এই কর্মকাণ্ডে বৃটিশ সরকার সজাগ হয়ে উঠে এবং তাঁর একজন আত্মীয়ের (তিনি ব্যারিস্টার) মাধ্যমে তাঁকে বিহার কোর্টে তলব করা হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, তাঁর লেখনী ও তার কার্যক্রম যেন বৃটিশ বিরোধী না হয়। কিন্তু সেটাকে তিনি অত্যন্ত বিনয়ীভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

১০ এপ্রিল ২০২১ 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম বিভাগে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অবস্থানকালে অত্র এলাকার শিক্ষা বিষয়ক যেসকল অগ্রগতি হয়েছে এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত বিষয়গুলো উঠে আসে।

আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট ছুফী, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) দীর্ঘ কর্মজীবনের (১৯০৫-১৯২৯) মধ্যে দু-দফায় ১৭ বছর চট্টগ্রাম বিভাগে জীবন অতিবাহিত করেন এবং অত্র বিভাগের শিক্ষা উন্নয়নে অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হলেও এখনও বহু শিশু, যুবক এবং বয়স্ক মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এপ্রেক্ষিতে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) ও চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষা উন্নয়ন' শীর্ষক অনলাইন সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) চট্টগ্রামে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করার সময় বিশেষ সমাদর পেয়েছিলেন। তিনি যখন চট্টগ্রামে বিভাগীয় পরিদর্শক ছিলেন, তখন তিনি চট্টগ্রামের স্কুল কলেজগুলোর জন্য একজন প্রবাদ পুরুষ ছিলেন। চট্টগ্রামের মরহুম একে খান যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন তখন তিনি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) যখন চট্টগ্রামে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন এই একে খান কেন্দ্রিয় মন্ত্রী। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার সময় এই মন্ত্রীকে পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রামের মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)-এর দীক্ষা পেয়েছিলেন। আজকের যে চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা তার পিছনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)-এর অবদান অনেক। তিনি সেখানে ১৭ বছর (১৯০৫-১৯২৯) চট্টগ্রামে ছিলেন। সবার বক্তব্য এটাই ছিল যে তিনি এই ১৭ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছিলেন। তখন শিক্ষা বিভাগের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ ছিল সেটা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করেছিলেন। যে কারণে শিক্ষা বিভাগে সকলের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

চট্টগ্রাম শিক্ষা দপ্তর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর সময় ডবল বাজেট পেয়েছিল। এটা একটি বিরল ঘটনা। একটা ঔপনিবেশিক সরকার টাকা পয়সা বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৯০৫-১৯২৯)-এর ওপর এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

আমাদের দেশের যে স্বাধীনতার আন্দোলন, বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনের যে সূতিকাগার সেটা কিন্তু চট্টগ্রাম থেকেই হয়েছে। এর মূলে রয়েছে এখানকার মানুষদের শিক্ষা। যার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) সৃষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যদি তাঁর অনুসন্ধান করেন তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে খানবাহাদুর (রহ.)-এর কর্মধারা কেমন ছিলো। কেমন ছিল তার ব্যাপ্তি। তিনি বিভিন্ন জায়গায় রাত্রি জেগে যে আরাধনা করতেন তার থেকে যে রুহানী শক্তি পেতেন সেই রুহানী শক্তি দিয়ে তিনি সারা রাত কাজ করতেন। 'ভক্তের পত্র' বইয়ের বহু লেখা কিন্তু চট্টগ্রাম। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে শিক্ষাগতভাবে যে প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং অন্যকে দিয়েছিলেন সেটারই সুফল চট্টগ্রামবাসীরা পাচ্ছে; প্রকারান্তরে বাংলাদেশ পাচ্ছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) তার জীবনের শেষ পর্যন্ত ঐ ১৭ বছরের বাইরে বিভিন্ন সময় চট্টগ্রামে যাতায়াত ছিলো।

জনাব সাহিদুল ইসলাম বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)-এর স্মৃতিবিজগিত চট্টগ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯১ সাল থেকে কাজ শুরু করে। সাইক্লোন হবার পর রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন। ১৯৯২-১৯৯৩ সালে হাউজিং রিকনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের একটা কার্যক্রম ছিল যেখানে বয়স্ক স্বাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৯৯৮ সালে বিএনএফপি'র সহায়তায় চট্টগ্রামের মহেশখালীতে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। একই সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে

'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ড. আবদুল মজিদ

হার্ড টু রিচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এরপর ২০০৭ সাল থেকে আপস্কেলিং ননফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন থ্রু ইনস্টিউলাইজেশন অব কোয়ালিটেটিভ ইন এনডেভার প্রজেক্ট ছিল যা ২০১৯ সাল পর্যন্ত ছিল। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম চলমান। ২০১১ সাল থেকে ওয়ার্কপ্লেস এডাল্ট লিটারেসি ফর গার্মেন্টস ওয়ার্কারস নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা মূলত গার্মেন্টস কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য।

২০২০ সাল ব্যুরো অব নন-ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আউট অব স্কুল চিলড্রেন-বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। যা করোনার কারণে কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়।

এ প্রকল্পগুলো ছিল যাতায়াতের দিক থেকে অত্যন্ত দূর্গম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা আটটি সংস্থাকে পাশে পেয়েছি। আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পটি মূলত চট্টগ্রাম জেলার ১২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেখানে ১০৪০টি শিক্ষা কেন্দ্র থ াকবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৩৭,২০০ জন। চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় যে বাস্তবায়িত হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। চট্টগ্রামে কাজ করতে গিয়ে যারা ওখানে তাদের জন্য তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় আমরা প্রাইমারি শিক্ষা রচনা করেছি। উপজাতিদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাইমারি পাঠ্য ডেভেলপ করেছি।

নলতা কেন্দ্রিয় আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) ইনস্টিটিউট' এর মহাপরিচালক জনাব এনামুল হক বলেন, সিলেটের এক লাইব্রেরিতে গেলাম হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) সম্পর্কে জানতে। তখন লাইব্রেরিয়ান সাহেব আমাকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, শিক্ষাবিদ হলেন আব্দুল করিম। আপনি আসছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সম্পর্কে খবর নিতে।

পরবর্তীতে জানলাম আব্দুল করিম সরকার চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ইনস্পেক্টর ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করলেন অবসরের জন্য। তখন ব্রিটিশ সরকার খুঁজে পাচ্ছেন না। যে কাকে চট্টগ্রামের এই পদে বসাবেন। তখন মাত্র ৩৩ বছর বয়সী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)কে তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আমরা এখন যে চট্টগ্রাম বিভাগকে দেখছি সেটা এখনকার চেয়ে অনেক বড় ছিলো। কর্ম এলাকাও ছিলো অনেক বড়। ১৯২৭ সালের একটি ডাটাতে দেখা যায়, তখন পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা হার ছিল ৪.৩০ শতাংশ। যাদের সাক্ষরতা জ্ঞান আছে তখন তাদেরকে শিক্ষিত বলা হতো। ১৯৩৫ সালের একটা ডাটা দিয়ে যদি দেখি যে চট্টগ্রামের শিক্ষার হার সবচেয়ে এগিয়ে এবং এখনো চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে শিক্ষার হার বেশি। এই ডাটার পিছনে নিসন্দেহে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রহ.)-এর অবদান রয়েছে। চট্টগ্রামের এই ১৭ বছরে বহু মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ হোস্টেলসহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিবিধ প্রতিষ্ঠান।

হিন্দু মুসলিম বলে তিনি শিক্ষায় ভাগ করতেন না। সব জায়গায় তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। ১৯১৫ সালে তাঁর যে বইটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'টীচার্স ম্যানুয়েল'। আমরা বইটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর ডিপার্টমেন্টে গেলাম। সেখানে একজন গবেষকের কাছে যিনি শিক্ষা ও শিখন নিয়ে গবেষণা করেন।

তিনি প্রথমে বইটি একটু উল্টে দেখলেন তারপর বললেন, বইটির ভিতর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এরপর যখন আমরা কয়েকদিন পর তার কাছে একটি আর্টিকেল লেখা নিতে গেলাম তখন তিনি বললেন, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই আপনারা মানুষের সামনে আনছেন না। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলো আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) ১০৬ বছর আগে লিখে গেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে টিচিং লার্নিং বিষয়গুলো আনা যায়নি। এরপর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক ও অন্যান্য জায়গা থেকে কয়েকজন গবেষক নিয়ে একটা সেমিনার করলাম। সেখানে উঠে আসলো যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী।

***শাঈখ মুহাম্মদ উসমান গণী**, সহকারী অধ্যাপক,*
আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম

কোভিড-১৯ সময়ে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ বুঝে নিচ্ছে

করোনাকালীন সংকটে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের

চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পদচারণা ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে। করোনাকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও তার বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিয়েছে নানামূখী পদক্ষেপ। এ নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী

শিক্ষা সেক্টরের ১৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি জেলার ২৭টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার ইয়ুথ সেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রেখেছে।

আমাদের চিরাচরিত বিশ্ব ব্যবস্থাকে নতুন করে চিনিয়েছে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস, যার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। পর্যুদস্ত হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ জীবন-জীবিকার সর্বস্তর। তাই অভিযোজনের প্রথাগত নিয়মের বাইরে এসে ভাবতে হয়েছে নতুন করে।

তথ্য-প্রযুক্তির আশীর্বাদে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব এমনকি অনুন্নত বিশ্বও ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করেছে বেশ আগেই। করোনাজনিত প্রতিটি সংকট মোকাবেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এমনকি তৃণমূল পর্যায়ের মানুষও এই ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এমনি করে চলছে উন্নয়ন ও জীবিকার আরো অনেক নতুন নতুন অনুসন্ধান।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও অগ্রযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পদচারনা ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে। করোনাকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও তার বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিয়েছে নানামূখী পদক্ষেপ।

দেশে এই মহামারীর সময় সকল সেক্টরের কর্মকাণ্ড সাময়িক স্থগিত রেখে পুনরায় চালু করা হয়েছে। কিন্তু ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বন্ধ রয়েছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। তাই

করোনা সংকটের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা লেগেছে এই শিক্ষাক্ষেত্রে। দেশের সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ধরে রাখতে নিতে হয়েছে নানা পদক্ষেপ।

মোবাইল ফোনে ভয়েস কলের মাধ্যমে শেখার নির্দেশনা; মোবাইল ফোন-ভিত্তিক ভিডিও কন্টেন্টের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম;

প্রথম স্তরের শিক্ষার বুনিয়াদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

বাংলাদেশে প্রতিবছরের মতো ২০২০ সালের প্রথম দিনে বই বিতরণ, ভর্তি, নির্ধারিত সময়ে ক্লাস ও মূল্যায়ন সবই নিয়ম মেনে চলছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস যেন নিমিষেই চলমান শিক্ষা খাতের গতিটাকে অনেকটা থামিয়ে দিয়েছে। মহামারির এই পরিস্থিতিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ ও অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। করোনা মহামারির সময়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে ডাম শিক্ষা সেক্টর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এক লাখ ২৪ হাজার ৩১৭ জন (৬২ হাজার, ৩২১ ছেলে ও ৬১ হাজার, ৯৯৫ মেয়ে এবং ৯০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার্থী) শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার সাথে সংযুক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা সংযুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাম শিক্ষা সেক্টরকে মুখোমুখি হতে হয়েছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের, আর নিতে হয়েছে নানা উত্তরণের পথ।

করোনাকালীন কার্যক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইয়ুথদের অংশগ্রহণ

কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং সরকারি নির্দেশনায় বিদ্যালয় ও শিখন কেন্দ্র বন্ধ থাকার কারণে শিশুদের জীবনের প্রথম স্তরে যে বুনিয়াদ গড়ে ওঠার কথা সেটি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রাথমিকের মতো নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়েও সরাসরি ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্যায়নে বেগ পেতে হয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক শিক্ষার্থী করোনাকালীন দিনগুলোতে লেখাপড়া থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের দরিদ্র অভিভাবক বা পিতামাতা খাবার জোগাড় বা বেঁচে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। দরিদ্র পরিবার থেকে যথেষ্ট সহায়তা না পাওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী হওয়ার মানসিকতা দূরে সরে গিয়েছে।।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হওয়ার পর গত ৭ এপ্রিল থেকে সংসদ টেলিভিশনে প্রাথমিক ক্লাস সম্প্রচারিত হচ্ছে। তবে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতির সকল শিক্ষার্থীর বাড়িতে টেলিভিশন ও কেবল টিভি সংযোগ না থাকায় এটি শতভাগ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বেতারে প্রচারিত পাঠে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করানো যায়নি। তবে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক ক্ষতির মধ্য থেকেও তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধার্থে অভূতপূর্ব কিছু ধারণা (অনলাইনে শ্রেণি পাঠদান) উদ্ঘাটিত হয়েছে, যা শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে নতুন নতুন কৌশল শিখিয়েছে। এ পদ্ধতি ও কৌশল শহর অঞ্চলের সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হয়েছে। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণে একজন শিক্ষার্থীর ন্যূনতম একটি আধুনিক মোবাইল সেট ও ইন্টারনেট সংযোগ দরকার হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের একটি বড় অংশ বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস না থাকায় অনলাইন শিক্ষায় তাদের অভিগম্যতা খুব বেশি কার্যকর করে তোলা যাইনি। শিক্ষকদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেটের কাভারেজ, গতি ও খরচের বিষয় প্রযুক্তিভিত্তিক অনলাইন ক্লাসের জন্য একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবাও সব জায়গায় পৌঁছায়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া বিভিন্ন অ্যাপস-য়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীরা অ্যাকসেস পায়নি। শ্রেণি শিক্ষা কার্যক্রম দীর্ঘ সময় ব্যাঘাতের কারণে শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। শিশুদের পুষ্টিহীনতা, বাল্যবিয়ে ও নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর পরিবারের দৈনিক আয় কমে যাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর খাদ্য সুরক্ষা অনিশ্চিত হয়ে গেছে । শিশুদের প্রারম্ভিক বয়েসের ক্ষুধা ও পুষ্টির ঘাটতি তাদের স্বাস্থ্য ও স্নায়বিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি বিদ্যালয় বা শিখন কেন্দ্র খোলা থাকলে শিক্ষকদের সরাসরি সান্নিধ্যে থেকে, বন্ধুদের সঙ্গে মতবিনিময় করে শিক্ষার্থীরা যে সামাজিক শিক্ষা লাভ করত, তা প্রদান করা যায়নি।

'নিরাপত্তা সর্বাগ্রে' বিবেচনায় শিক্ষা সেক্টরের সকল শিক্ষাকর্মীকে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের সহযোগিতায় অনলাইনে 'অপারেশনাল প্রিপেয়ারড্নেস

ফর ট্যাকলিং কোভিড-১৯' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা কর্মীদের মাধ্যমে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষককে ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষকগণ কোভিড-১৯ সর্তকতা, মহামারিকালীন গুজব, সামাজিক আতঙ্ক, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাদের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছে। শিখন কেন্দ্রের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে আলোচনা করে কমিউনিটি পর্যায়ে করোনার সতর্কতামুলক বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষা সেক্টর কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ইনফরমেশন, এডুকেশন, বিহ্যাভিয়ারিয়াল চেইঞ্জ কমিউনিকেশন বিষয়ক অডিও-ভিডিও কন্টেন্ট এবং প্রিন্ট ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেছে। সেক্টরের ১৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি জেলার ২৭টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার ইয়ুথ সেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রেখেছে। এসময় জরুরি স্বাস্থ্যবার্তা প্রচার, সচেতনতাবৃদ্ধির সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প পদ্ধতিগুলোর বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা সেক্টর প্রথমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে।

> জুম অ্যাপস, গুগল ক্লাসরুম বা ম্যাসেনজারভিত্তিক লাইভ শ্রেণি কার্যক্রম; অ্যাসাইনভিত্তিক পাঠদান ও গল্পের বই প্রদান; পাঠ পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গতিশীল করা হয়েছে

শিশু নগরী- ঠিকানা: শিশুদের করোনা বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন

মিশন পরিচালিত আহছানিয়া মিশন শিশু নগরী, ঠিকানা শেল্টার হোম এবং কেএসিএসিডিডব্লিউ-য়ের সেবা গ্রহীতাদের করোনাকালীন সময়ে নানাবিধ বাধা এবং প্রতিবন্ধকতা পার করতে হয়েছে।

এএমসিসি (শিশু নগরী) এবং ঠিকানা সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে ভৌগোলিকভাবেই শিশু এবং সারভাইভারদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রবল। করোনাকালীন সময়ে শিশুদের দুর্ঘটনামূলক মৃত্যুর হার প্রকল্প এলাকায় বেড়ে যাওয়ার কারণে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে করোনাকালীন সময়ে অনেক শিশু এবং দুস্থ নারীর পরিবারকে আর্থিকভাবে হিমশিম খেতে হয়েছে। ফলে অনেক সেবা গ্রহীতাকেই পারিবারিক অর্থনৈতিক চাহিদার কথা চিন্তা করে পরিবারে ফেরত যেতে হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি প্রকল্পেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিনিয়ত নতুন সেবাগ্রহণকারী সেন্টারসমূহে পাঠানো হচ্ছে, সেহেতু সেন্টারের ভিতর করোনা সংক্রমণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ছিল। করোনাকালিন সময়ে লকডাউন থাকায়, নিয়মিত প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করা কষ্টসাধ্য ছিল।

সকল সেন্টারে কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা

মহামারী চলা অবস্থায় সেবাগ্রহীতাদের পরিবার খুঁজে বের করা এবং তাদের একত্রীকরণ করা একটি মূল বাধা ছিল। কিছু কিছু প্রকল্পের আবাসিক এলাকা এখনো নির্মাণাধীন হওয়ায়, লকডাউনের কারণে বার বার নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হয়েছে। অন্যদিকে, নির্মাণ কাজ চলমান অবস্থায়ও বজায় রাখতে হয়েছে অতিরিক্ত সুরক্ষা। কভিড-১৯ এর কারণে প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের এলাকায় বসবাসরত আঞ্চলিক লোকজন, স্টেকহোল্ডার এবং কমিউনিটি এডভাইজারি মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ছিল। শিশু ও নারীদের উন্নয়ন সাধন এবং বিকাশের জন্য প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা কর্মকাণ্ড সাধনে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসুবিধা হয়েছে।

এই অবস্থা মোকাবেলা করতে, সকল সেন্টারে কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেন্টারের বাইরে থাকা কর্মকর্তাদের বাইরেই অবস্থান করে জরুরি কর্মকাণ্ড (মাসিক বাজার, মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ ইত্যাদি) সঞ্চালনে সাহায্য করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। অফিস আদেশ

করোনা প্রতিরোধে পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন চিলড্রেন সিটির কর্মীদের কর্মস্থলে প্রবেশের পূর্বে মাস্ক পরিধান

জারি করার মাধ্যমে ভেতরে অবস্থানরত শিশু ও নারী, কর্মকর্তা, হাউজ মাদার, শিক্ষকদেরকে কিছু নিয়মাবলী মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়

এছাড়াও, করোনা প্রতিরোধ করতে আশ্রয়স্থলে ওয়াটার ট্যাপ, হ্যান্ডওয়াশিং স্পট ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সর্বোপরি, প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত কর্মকর্তাদের ভ্যাকসিন দেওয়ানোর জন্য রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হয়। শিশুদের নিজ নিজ প্রকল্প এলাকায় নিয়ন্ত্রিতভাবে নানান বিনোদনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখা হয় যাতে তাদের বহির্মুখী হওয়ার প্রবণতা কমে আসে। এই সকল বাদ পরে যাওয়া শিশু ও নারীদের নিয়মিত ফলো-আপের ভেতর রাখা হয় এবং জরুরি নানাবিধ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে সেবা গ্রহণের আগ্রহ বজায় রাখার জন্য কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়। এই সময়ে, প্রত্যেক সেন্টারে আলাদা করে অবজারভেসন রুম তৈরি করা হয়। যেখানে সেবা প্রদানের পূর্বে, ১৪ দিনের জন্য নারী এবং শিশুদের রাখা হয়েছে, যাতে যেকোনো সংক্রমণের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়। যেহেতু প্রকল্প এলাকায় নিয়মিত ভ্রমন করা সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু হেড-অফিস এবং ফিল্ড-অফিস একযোগে অনলাইনে মাসিক সমন্বয়- সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ যোগাযোগই আমাদের ফোনে করতে হয়েছে। স্বল্পমাত্রায় কিছু একত্রীকরণ হলেও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। সকল নির্মাণকাজ চলমান এলাকায় শিশুদের প্রবেশ সংরক্ষিত ছিল এবং স্বল্প পরিমান কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে, ও আবাসিক সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের আহ্বানে, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রকল্পের এলাকা ভ্রমণ করেছেন এবং কমিউনিটি এডভাইজারি মেম্বাররা প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছেন। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনা হয়েছে এবং অনলাইনে সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন শিশুদের বিনোদনের জন্য অনলাইন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অনলাইন সম্মেলনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

করোনাকালীন সময়ে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প

ওয়াশ সেক্টরঃ নানাধরনের অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ

অন্যান্য সেক্টরের মতো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টরও করোনা সংকটের সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে কাজ চালিয়ে গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/লোকাল অথরিটির নিষেধাজ্ঞার কারণে স্থানীয়ভাবে কোনো সভা পরিচালনা করা যায়নি। সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধি ও দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে সমাধান করতে হয়েছে।

> কভিড-১৯ এর কারণে প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের এলাকায় বসবাসরত আঞ্চলিক লোকজন, স্টেকহোল্ডার এবং কমিউনিটি এডভাইজারি মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ছিল। শিশু ও নারীদের উন্নয়ন সাধন এবং বিকাশের জন্য প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা কর্মকাণ্ড সাধনে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসুবিধা হয়েছে।

মৌখিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় জাতীয় পর্যায়ের বিধি-নিষেধ একটি বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দেয়। বিকল্প হিসেবে ভার্চুয়ালি ও মোবাইল টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বড় জমায়েতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় জমায়েতগুলোকে ছোট করে আলাদাভাবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতে হয়েছে। যেমন ৫০ জনের একটি জমায়েতকে ১০ জন করে ৫টি গ্রুপে ভাগ করে আলাদা আলাদা সময়ে সভা করতে করতে হয়েছে।

ফিল্টারিং মিডিয়া হিসেবে বিভিন্ন জিনিসপত্র আমদানী করতে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে ডোনারকে ম্যানেজ করে সময় বাড়িয়ে নিতে হয়েছে। এটার প্রভাব প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর গিয়ে পড়ে। সময়মতো ক্রয় করতে না পারায় পরবর্তীতে জিনিপত্রের দাম বেড়ে যায়। বিষয়টি সমাধানের জন্য প্যাকেজ সিস্টেম বা স্থানীয়ভাবে ক্রয় করতে হয়েছে।

প্রকল্পে কর্মী ও উপকারভোগীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাস্ক ও স্যানিটাইজার একটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রকল্প ডিজাইনে এসকল পণ্যের বরাদ্দ না থাকায় দাতা সংস্থার সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সাফল্য

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সৃষ্ট সংকট মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের **ডিজাজটার রিস্ক রিডাকশন ইউনিট** কাজ করে যাচ্ছে। করোনাকালীন সংকটে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ যোগ হওয়ায় সেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই ইউনিট সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ফুড ও হাইজিন মোবিলিটি এ সময়ের বড় চ্যালঞ্জ ছিল। একটি নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া কিছুটা সময়সাপেক্ষ হয়েছে। শট টার্ম প্রজেক্টগুলোতে স্টাফ রিক্রুটমেন্ট করা বেশ কঠিন একটি কাজ। করোনাকালীন সময়ে অনলাইনভিত্তিক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ প্রদান করা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। করোনাকালীন সময়ে বাজেট কমে যাওয়ায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিল নতুন চ্যালেঞ্জ। দাতা সংস্থার সাথে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। অধিকাংশ প্রোগ্রামগুলো সশরীরে না করতে পারায় অনলাইনভিত্তিক করতে হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পূর্বে না থাকায় নতুনভাবে এই পদ্ধতির সাথে সংযোজিত হতে সময় লেগেছে।

> স্বাস্থ্য সেক্টর 'করোনা সংলাপ' নামে অন লাইন লাইভ টকশো সম্প্রচার করছে। অন লাইন টকশো-তে করোনাকালে অর্থনীতি, সামাজিক-মানসিক স্বাস্থ্য, মাদক ও তামাকের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের ও আন্তর্জাতিক অংগনের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও পেশাজীবিদের নিয়ে লাইভ শোর আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্য সেক্টরঃ সময়মতো চিকিৎসা প্রদান

করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল চ্যালেঞ্জ ছিল করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় করণীয় চিহ্নিত করা, লাগসই চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সময় অন্যান্য রোগীদের সময়মত চিকিৎসা প্রদান। প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই স্বাস্থ্য সেক্টর, এই ভাইরাস মোকাবেলার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোভিড-১৯ রেসপন্স কমিটি গঠন করে। এ কমিটির সদস্যরা প্রকল্পের কর্মীদের সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া, হাঁচিকাশি দেওয়ার শিষ্টাচার, এবং নিয়ম মেনে মাস্ক ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রটোকল ও গাইডলাইন তৈরি: করোনাভাইরাস মোকাবেলার জন্য স্বাস্থ্য সেক্টর হতে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য গাইড লাইন তৈরি করা হয়। গাইড লাইনগুলো হলো– পারসনাল প্রোটেকশন ফর মেডিকেল প্রফেশনাল্স অ্যান্ড ইনফেকশন কন্ট্রোল; গাইডলাইন ফর ড্রাগ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার; গাইড লাইন ফর কমিউনিটিবেইসড সার্ভিস প্রোভাইডার; গাইডলাইন ফর রিফিউজি ক্যাম্প ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার; গাইডলাইন ফর জেনারেল ভেইকেল ড্রাইভার; গাইডলাইন ফর ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল; ইনফেকশন প্রিভেনশন (আইপিসি) গাইডলাইন; প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম- মাস্ক, গ্লাভ্স, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার গাইডলাইন; এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কোভিড পজিটিভ ব্যক্তিদের জন্য 'ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট সাপোর্ট টু কোভিড-১৯ পজিটিভ ডাম পারসোনাল' প্রটোকল তৈরি করেছে। এসকল গাইডলাইন স্বাস্থ্যসেক্টরের সকল প্রকল্প, হাসপাতাল, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনুসরণ করা হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম: স্বাস্থ্য সেক্টর থেকে করোনা ভাইরাসের বিস্তার, রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও করণীয় বিষয়ে লিফলেট তৈরি করা হয়। করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত মোবাইল খুদেবার্তা পাঠানো হয়। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি নিয়মিত হাতধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি হাসপাতাল, প্রকল্প অফিসে স্প্রে মেশিন, নন্-টাচ ইনফ্রারেড ডিজিটাল থার্মোমিটার, হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা ও মেঝে জীবাণুমুক্ত করার জন্য শ্যু-ট্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার

করে কর্মীরা সেবা প্রদান করছেন। ফিমেল ড্রাগ ট্রিটমেন্ট সেন্টারের পক্ষ থেকে মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পিপিই বিতরণ করা হয়েছে।

ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল কমিটি গঠন: করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর যেমন প্রয়োজন আছে ঠিক একইভাবে কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের পরিবেশ সুরক্ষারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটিস প্রকল্প হতে কোভিড-১৯ বিষয়ের উপর খুৎবা মডিউল তৈরি করা হয়েছে। এ মডিউলটি বিভিন্ন মসজিদে শুক্রবার জুম্মার নামাজে বিতরণ করা হয়।

নানাবিধ সেবা প্রদান: করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। এই মহামারি অবস্থায় স্বাস্থ্য সেক্টরের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের ৪টি পার্টনারশিপ এলাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ৪টি নগর মাতৃসদন (২৪/৭), ২২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র; হেনা আহমেদ হাসপাতাল (২৪/৭); এবং ইন্টিগ্রেটেড ইমার্জেন্সি হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স টু দ্য রোহিঙ্গা পপুলেশন ইন কক্সবাজার প্রকল্পে ৪টি হেলথ পোস্ট সেন্টার, ৬টি স্যাটালাইট সেন্টারের মাধ্যমে ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সেবা অব্যাহত রেখেছিল; টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশনের অঞ্চল-১ এর ওয়ার্ড ১ (উত্তরা) ও ১৭ (কুড়িল) এ দুটি ডট্স সেন্টার ও ল্যাবরেটরি সার্ভিস অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়াও ঢাকা, গাজীপুর ও যশোরের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন কেন্দ্রের সেবা চালু আছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম: করোনা মহামারীকালিন সময়ে তামাক ব্যবহারের ক্ষতিহ্রাস ও জাতীয় বাজেটে কর বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। যেমন লেটার ক্যাম্পেইন, এসএমএস ক্যাম্পেইন, সোস্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন, প্রতিবেদন প্রকাশ, লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন, নীতি-নির্ধারকদের সাথে এডভোকেসী ইত্যাদি।

'করোনা সংলাপ' অনলাইন লাইভ টক শো: স্বাস্থ্য সেক্টর 'করোনা সংলাপ' নামে অন লাইন লাইভ টকশো সম্প্রচার করছে। অন লাইন টকশো করোনাকালে অর্থনীতি, সামাজিক মানসিক স্বাস্থ্য, মাদক ও তামাকের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের ও আন্তর্জাতিক অংগনের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও পেশাজীবিদের নিয়ে লাইভ শোর আয়োজন করা হয়।

কক্সবাজারের উখিয়াতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেন্সট্রুয়াল হাইজিন ডে উদযাপন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্যাম্পেইন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত কাজ করে গেছে স্বাস্থ্য সেক্টর। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেক্টর হতে কোভিড-১৯ ও তামাকের ব্যবহার; এবং কোভিড-১৯ ও মাদকের চিকিৎসা বিষয়ে জাতীয় দৈনিকে আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়। এছাড়া মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ফেইসবুক লাইভ অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য সহযোগিতা: ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যাকাত তহবিল হতে অতি দরিদ্র সেবা গ্রহীতাদের সহযোগিতা করা হয়েছে। পেপসেফ প্রকল্প হতে সাভার এলাকার ১৬৫০ জন; আইআরএসওপি প্রকল্প হতে ৩০ জন দরিদ্র কারা ফেরত ব্যক্তিদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস ও হেনা আহমেদ হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে হাঁসাড়া ইউনিয়ন, মুন্সিগঞ্জের করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে ৪০০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়।

কার্যক্রম অব্যাহত

করোনাকালের এই মহামারী হয়তো অব্যাহত থাকবে আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। আমরা আশাবাদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উত্তরণ ঘটাতে পারব। সেই সম্ভাবনার দিকটি হিসেবে নিয়ে করোনা সচেতনতা ও প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

লেখক: চিন্ময় মুৎসুদ্দী, কন্সালটেন্ট, জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবায় নজীর দেখাচ্ছে আহ্ছানিয়া মিশন

মোখলেছুর রহমান

সাতক্ষীরা পৌরসভার গড়ের কান্দা এলাকায় প্রতিবন্ধী মেয়ে সোনিয়া ও বাকপ্রতিবন্ধী স্বামী মনিরুল গাজীকে নিয়ে বসবাস রিজিয়া খাতুনের। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীও সে। অন্যের ঘরে কাজ করে সংসার চালান। মেয়ে সোনিয়া খাতুনও (১৪) জন্মের পর থেকে প্রতিবন্ধী। হাঁটতে পারে না। জন্মের পর একটি এনজিও'র সহায়তায় মেয়ের চিকিৎসা করান। নুন আনতে পানতা ফুরানো হতদরিদ্র এ পরিবারের উন্নত চিকিৎসা সেবা যেন বিলাসিতা। এ অবস্থায় প্রতিবন্ধী এ পরিবারের চিকিৎসার ভার নেয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ৭ম শ্রেণিতে পড়া মেয়ে সোনিয়া খাতুন (১৪) ও মনিরুল গাজী হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটে মিশনের ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে এখন নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'হেল্‌থ অ্যান্ড নিউট্রিশন ভাউচার স্কিম ফর পু-অর, এক্সট্রিম পু-অর অ্যান্ড সোস্যালি এক্সক্লুডেড পিপ্ল (পেপসেপ)' প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে গর্ভ ও প্রসবকালীন সেবা, প্রসবপরবর্তী সেবা, নবজাতকের যত্ন ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও নবজাতক শিশুর পুষ্টি সংক্রান্ত, পরিবার পরিকল্পনা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং মা ও শিশুর টিকা সংক্রান্ত সেবা স্থানীয় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা পাচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক পরিবারকে বছরে দুইবার ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা হেল্‌থকার্ডে জমা দেয়া হয়। যে টাকা দিয়ে পরিবারগুলো শহরের ২০টি বেসরকারি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পায়। পাশাপাশি তারা মিশনের কমিউনিটি কর্মীদের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নের প্রশিক্ষণ ও রেফারেল সুবিধার আওতায় সরকারি হাসপাতাল থেকেও স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছেন। উপকারভোগীদের সাথে কথা বলে এমনটাই জানা গেছে।

সাতক্ষীরার পাশাপাশি ঢাকার অদূরে সাভার পৌরসভা এলাকায় এই প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আহ্ছানিয়া মিশন। ২০১৮ সাল থেকে সব মিলিয়ে ৬ হাজার ৪১৭টি পরিবারের ২৫ হাজার ৩৬৫ জন উপকারভোগী হেলথকার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পান। প্রকল্পের হেলথ কার্ড কিউআর কোর্ড সংবলিত; যা ডিজিটাল অ্যাপস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সাভারের বাসিন্দা বন্যা আক্তার। ভ্যান চালক স্বামীর আয়ে কোনো রকম চলছিল সংসার। এরই মধ্যে বন্যার গর্ভে আসে সন্তান। কয়েকদিন আগে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে তার কোলজুড়ে আসে পুত্রসন্তান। আহসানিয়া মিশনের ভাউচার কার্ডের মাধ্যমেই তিনি হাসপাতালের সব বিল পরিশোধ করেন। এখন সে এবং সন্তান সুস্থ রয়েছে।

সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী আব্দুল গণি বলেন, আহছানিয়া মিশনের পেপসেপ প্রকল্পে সাভার পৌরসভার হতদরিদ্র ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এ প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনা করলে সাভার পৌরসভার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

সাতক্ষীরার আনোয়ারা মেমোরিয়াল ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চিকিৎসক হাবিবুর রহমান জানান, এ প্রজেক্টটা অন্যান্য প্রজেক্টের চেয়ে আলাদা। তৃণমূল পর্যায়ের হতদরিদ্র লোকজন মেডিকেলে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত থাকতেন। আহছানিয়া মিশনের এ প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা সহজে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। বিনা পয়সায় সিলেকশনের মাধ্যমে হতদরিদ্ররা চিকিৎসা পান। কার্ডধারীরা আসলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের আগে সেবা দেয়া হয়। তাদের জন্য একটা ডিসপেনসারি ঠিক করে দেয়া আছে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তারা সেখান থেকে ওষুধ নেন। মেডিকেল টেস্টও এ বাজেট থেকেই করা হয়। আর মা ও শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সব ধরনের চিকিৎসা সেবা হয়।

সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন ডা. মো. হুসাইন সাফায়াত বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এ কার্যক্রম দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

সাতক্ষীরা এলাকার প্রকল্পের এরিয়া ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে ডাক্তারের পরামর্শ, ডায়াগনস্টিক সার্ভিস, ওষুধ ও রেফারেল সেবার কাজ করে থাকি। এছাড়া সেবাগ্রহীতাদের আচরণ পরিবর্তন ও সচেতনতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। তাদের পুষ্টিসেবা নিশ্চিতের জন্য সবজির বীজ প্রদান করে চাষাবাদে উৎসাহিত করা হয়। এ কার্ডের ১০ হাজার টাকার বাহিরে প্রসবকালীন সময়ে মায়েদের আরও ২০ হাজার টাকা দেয়া হয়ে থাকে।

সাতক্ষীরা সদরে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পেপসেপ প্রকল্প থেকে পাওয়া ভাওচার কার্ড হাতে এক উপকারভোগী

মোখলেছুর রহমান, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য সেক্টর
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে দরকার গতি নিয়ন্ত্রণ

তোষিকে কাইফু

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে এবং এতে যেভাবে তাজা প্রাণ ঝরে যাচ্ছে, তা নিয়ে সচেতন মহলের মধ্যে ক্রমেই ক্ষোভ এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। কোনোভাবেই যেন এ দুর্ঘটনার লাগাম টানা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত "সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮"। সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এ আইন প্রণয়ন করে।

বাংলদেশের বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দূর্বল দিক রয়েছে যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দূর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। "সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮" চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। গাড়ির গতি নিদিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত জরুরী।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, প্রায় প্রত্যেক বাসচালক যেন রাস্তায় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কেউ কাউকে বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে রাজি নয়। মহাসড়কে যত দূর্ঘটনা ঘটে তার শতকরা ৮০ ভাগ ঘটে চালকদের বেপরোয়া ও খামখেয়ালি গাড়ি চালানোর কারণে। মহাসড়কে একই মানের গাড়ি কাজেই একটি গাড়ির আরেকটি ওভারটেক করার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। অথচ আমরা দেখতে পাই পেছনের গাড়ি সামনের গাড়িটিকে ওভারটেক না করা পর্যন্ত যেন স্বস্তি পায় না। আমাদের দেশের চালকদের এটা একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যতদিন এ প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সড়কে দূর্ঘটনা কমবে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন এর মধ্যে অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। শহরের ভিতরে বড় বড় রাস্তা এবং পথচারী বহুল এলাকাগুলোতে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। ৮০ টির বেশি বড় বড় শহরে পরিচালিত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে সর্বোচ্চ গতিসীমা ৩০ কিলোমিটার করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

গাড়ির গতি ঘণ্টায় ১ কিলোমিটার বৃদ্ধি পাইলে ৪-৫% দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যানবাহনের গতি যত বেশি কম হবে, পথচারীদের জন্য আহত ও মৃত্যুর ঝুঁকি তত বেশি কম হবে। ৩০ কিলোমিটার ঘণ্টা বেগে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৯৯%। ৫০ কিলোমিটার ঘণ্টা বেগে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৮০%। উচ্চ আয়ের দেশগুলোর রাস্তায় প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয় গতির কারণে।

"সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮"এর ধারা ৪৪ এ মোটরযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের কথা উলেখ রয়েছে। বর্তমান আইনে রয়েছে যে কর্তৃপক্ষ, সড়ক বা মহাসড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কে মোটরযানের গতিসীমা নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। কোন মোটরযানের চালক সড়ক বা মহাসড়কে নির্ধারিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে বা বেপরোয়াভাবে মোটরযান চালাতে পারবে না। কোনো মোটরযান চালক সড়ক বা মহাসড়কে বিপদজনকভাবে বা অননুমোদিতভাবে ওভারটেকিং করতে পারবে না বা মোটরযান চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

আইনের ধারা ৪৪-এর কিছুটা সংশোধনী পারে এই বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানো বন্ধ করতে। যেমন; ধারা ৪৪ সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নে বর্ণিত গতিসীমার বাইরে মোটরযান চালনা বা অন্য কাউকে চালানোর অনুমতি প্রদান করবে না। শহরের রাস্তায় গতিসীমা সর্বোচ্চ ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। মহাসড়কে গণপরিবহন, হালকা মোটরযান এবং মোটরসাইকেলের জন্য গতিসীমা হবে সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। মহাসড়কে ট্রাক এবং পণ্য পরিবহনের জন্য গতিসীমা হবে সর্বোচ্চ ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। অধিক জনবহুল এলাকা বা যেখানে বেশিসংখ্যক পথচারী চলাচল করে এমন এলাকায় সবধরনের মোটরযানের জন্য গতিসীমা হবে সর্বোচ্চ ৩০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা।

এছাড়াও কর্তৃপক্ষ যানবাহন এবং রাস্তার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা নিদিষ্ট করে দিবে। গাড়িচালকদের অবশ্যই তাদের যানবাহনগুলো ধীরে চালাতে হবে যাতে তারা রাস্তায় নিরাপদে থামতে পারে। যেমন-সড়কে কোন বাধা বা বিপদ সম্বলিত সতর্কতামূলক ট্রাফিক চিহ্ন থাকবে; যে সব সড়কে সীমিত দৃশ্যমানতা হবে; সড়কের উপর রেলওয়ে ক্রসিং থাকবে; সেতু/কালভার্ট ও সংযোগ সড়ক থাকবে; ঢালু ও বাঁক বা আঁকা বাঁকা সড়ক থাকবে; সরু ও এবড়ো-থেবড়ো সড়ক থাকবে।

এছাড়া আইনের অন্যান্য গ্যাপগুলো সামান্য পরিবর্তন করলেই দেশের সড়কে দূর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। যেমন-ধারা ৪৯ এর দিতীয় অংশের উপ-ধারা (খ)-এ কার্যকারী ও মানসম্মত সিটবেল্ট এর সংযোজন করা।

ধারা ৪৯-এর প্রথম অংশের উপ-ধারা (চ) এর জন্য মোটরসাইকেল চালক, মোটরসাইকেলের যাত্রী এবং হেলমেট ব্যবহার বিষয়ে বিশ্বের সেরা অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে কিছু ধারা অর্ন্তভূক্ত করা। যেমন, কোন চালক মোটরসাইকেলে একাধিক যাত্রী বহন করতে পারবে না, বিএসটিআই অনুমোদিত হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ধারা ৪৯-এর প্রথম অংশে একটি নতুন উপ-ধারা সংযুক্ত করা প্রয়োজন। একজন বয়স্ক ব্যক্তির সিটবেল্ট কোন শিশুকে সুরক্ষা দেয় না। শিশুদের দূর্বল অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে তাদের জন্য উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তম সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

বর্তমান আইনে ধারা ৪৯-এর প্রথম অংশের উপ-ধারা (ক)-এ বলা আছে যে, অ্যালকোহল বা মদ্যপান করে মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে কোন চালক মাটরযান চালাতে পারবেন না। তবে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। তাই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান (যেমন- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা পরামর্শ অনুযায়ী মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের মাত্রা ও তা পরীক্ষণ পদ্ধতি) অর্ন্তভূক্ত করা। কারণ মদ্যপান করে গাড়ি চালানো সড়ক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং এর ফলে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

*লেখক: **তোষিকে কাইফু**, এডভোকেসী অফিসার (কমিউনিকেশন), রোড সেইফটি প্রকল্প, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

ড. একে মনসুর আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উদ্বোধন

১৬ জানুয়ারি ২০২১ ঢাকার আশুলিয়াস্থ দাম পাড়ায় অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত ড. এ. কে মনসুর আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনি ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

১৬ জানুয়ারি ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্বোধন করলো অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত ড. এ. কে মনসুর আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনি ইনস্টিটিউট ঢাকার আশুলিয়ার, দাম পাড়ায়। উক্ত উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান, উপদেষ্টা আনিসুল কবির জাসির, হেড অব এডুকেশন এন্ড টিভেট সেক্টর মো. সাহিদুল ইসলাম, খালেদ মনসুর ট্রাস্টের ট্রেজারার রাহনুমা আহমেদ, লটো স্পোর্টন ওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী জামিল ইসলাম এবং ড. এম মনসুর এর নিকট আত্মীয় রাজিউল হাসান ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথমেই টিভেট সেক্টরের সমন্বয়কারী এস. এম. জাহাঙ্গীর 'ড. এ. কে মনসুর আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনি ইনস্টিটিউট' এর পরিচয় তুলে ধরেন এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। মো. সাহিদুল ইসলাম, হেড অব এডুকেশন টিভেট স্বাগত বক্তব্যে টিভেট সেক্টরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান।

আনিসুল কবির জাসির বলেন, খালেদ মনসুর ট্রাস্ট, একটি অলাভজনক, বেসরকারী সেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংগঠন। খালেদ মনসুর ট্রাস্ট ডা. কাজী আবুল মনসুর ও মিসেস কাজী আনোয়ারা মনসুরের কন্যা লন্ডন প্রবাসী ডা. কাজী নাজমা করিম তার প্রয়াত ছোট ভাই খালেদ এবং বাবা ডা. কাজী আবুল মনসুরের স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রাস্ট শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত।

রাহনুমা আহমেদ তার বক্তব্য ড. এম মনসুর এর জীবনের বিভিন্নদিক তুলে ধরেন। ড. এস. এম খলিলুর রহমান বলেন, এই প্রতিষ্ঠান খুব অল্প সময়ে মধ্যে একটি শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচয় লাভ করবে।

ড. এম এহছানুর রহমান বলেন, ড. এ. কে মনসুর আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মানব উন্নয়নের যাত্রায় একটি সংযোজন। দক্ষ কর্মী, ভালো মানুষ সমাজের উন্নয়নের জন্যে খুব প্রয়োজন। তিনি বলেন, ১৯৫৮ সাল থেকে এ কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সর্বশেষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপস্থিত সকলকে অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্যে ধনবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সকল রকম সহযোগিতার ও প্রচেষ্টার জন্যে অনুরোধ জানান।

'কমব্যাটিং আরলি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

দাতা সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে "কমব্যাটিং আরলি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ" নামক একটি নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ওরলে মারফি নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর দেশের বিভাগীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ রোধ করতে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। স্ট্রিম-২ এর অধীনে ডামের এই প্রকল্পটি ১৩,৮৪৮,১২৬ টাকার বাজেটে ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

এডুকো ও ডামের মধ্যে ২টি প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

দাতা সংস্থা এডুকো ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এর মধ্যে শিক্ষা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান এবং এডুকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল হামিদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পৃথকভাবে স্বাক্ষরিত দুইটি স্মারকের ভিত্তিতে ডাম শিক্ষা সেক্টর এডুকোর অর্থায়নে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্প ২টি হলো- প্রমোট কোয়ালিটি এডুকেশন ইন দ্যা মেইনস্ট্রিম গর্ভরমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (প্রজেক্ট নং-২০৫৮-ডাম) এবং এডালোসেন্ট এন্ড ইয়ুথ এ্যাজ এ্যান এজেন্ট অব চেঞ্জ টু প্রমোট এ প্রোগ্রেসিভ সোসাইটি (প্রজেক্ট নং-২০৬৬-ডাম)। ২ বছর মেয়াদী প্রকল্প ২টি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহে বাস্তবায়িত হবে।

জয়ফুল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমাপনী সভায় বক্তারা

জয়ফুল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত

ইটনা উপজেলা প্রশাসন ও জয়ফুল প্রকল্পের অংশগ্রহণে ১০ মার্চ ২০২১ অনুষ্ঠিত হলো জয়ফুল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যলোচনা ও সমাপনী সভা। কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটনা উপজেলার চেয়ারম্যান চৌধুরী কামরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইটনা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চিফ অব এডুকেশন এ্যান্ড টিভিইটি মো. সাহিদুল ইসলাম। সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ইটনা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাফিসা আক্তার।

ইটনা উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি ও সফলতার বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করা এবং প্রকল্পটির সমাপ্তির প্রাক্কালে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প স্থায়ীকরণের কমিউনিটির কাছে কার্যক্রম হস্তান্তর বিষয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে জয়ফুল প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবিএম সাহাব উদ্দিন বলেন, জয়ফুল প্রকল্প হাওড়ের ৪৪৪০ স্কুলবর্হিভূত শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করেছে। ১৫৩০ যুবা সদস্যদের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করেছে। ১৪০টি সিএলসি, ৪টি সিআরসি এবং ১৫২জন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত আছে। প্রকল্পের অর্থায়ন শেষ হলেও স্থানীয় জনগণ এই কার্যক্রম চলমান রাখবে। হাওড় এলাকায় জয়ফুল প্রকল্পের নানামূখি কার্যক্রমের উপর উপস্থাপন করেন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ফারহানা বেগম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডামের চিফ অব এডুকেশন এ্যান্ড টিভিইটি মো. সাহিদুল ইসলাম বলেন, ৩বছর ৬ মাস মেয়াদী প্রকল্পটির শেষ ৬ মাসে ও প্রকল্পের কার্যক্রম ফেজ ফরোয়ার্ড করার বিষয়ে কাজ করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্যাডাগোজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় দক্ষ করে তোলা, শিক্ষা পরিচালন ব্যয় কীভাবে আসবে, কে কোন কোন সিএলসি ও সিআরসির দায়িত্ব নেবে, শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কীভাবে বই সংগ্রহ করবে, নানা বিষয়ে সকলকে দক্ষ করে তোলা হয়েছে। প্রধান অতিথি ইটনা উপজেলার চেয়ারম্যান চৌধুরী কামরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন যে, আহ্ছানিয়া মিশন ইটনা এলাকার যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তা আমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের বক্তব্যে বুঝতে পেরেছি। সভার সভাপতি ইটনা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাফিসা আক্তার তার বক্তব্যে বলেন যে, জয়ফুল প্রকল্পের নৌকায় স্কুল ও স্কুলে আসার জন্য ফেরি নৌকা হাওড় এলাকায় শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এই প্রকল্পটি শিক্ষা ও যুবা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

ড্রপ-ইন সেন্টারে শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার স্থাপন

নিরাপদ খাবার পানি ব্যবস্থার অভাবে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। শিশু, বিশেষ করে সবচেয়ে পথশিশু ও কর্মজীবী মতো পিছিয়ে পড়া শিশুদের অধিকার রক্ষায় ব্যক্তি ও সহযোগীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে ঢাকা আহছানিয়া মিশন। করোনাকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে সবচেয়ে নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ পানি সরবরাহ করা অতি জরুরি। সেই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করে আনজুমান আরা বকুল (গায়ক ও অভিনেত্রী) মোহাম্মদপুর ড্রপ-ইন সেন্টারে শিশুদের বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ করতে একটি ফিল্টার স্থাপন করে দিয়েছেন।

অধিকার প্রকল্পের শিশুদের সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার প্রকল্পের আওতায় কমলাপুরে অধিকার প্রকল্পের কার্যালয়ে বাংলাদেশের ৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। আয়োজনের মূল আকর্ষণ ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান বাদল (সেক্টর - ০২)। এই মহান দিন উপলক্ষে অধিকার প্রকল্পের শিশুরা তাকে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। তিনিও আগামী প্রজন্মের এই শিশুদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে দেশ ও জাতির ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করতে সকলকে শপথ পাঠ করান। এই মহান দিনে অধিকার প্রকল্পের সকলে স্মরণ করেছে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। উক্ত অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক জোবায়ের আলমসহ সিএমসি কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

এনিমেশন ভিডিও বার্তা ও লিফলেটের মাধ্যমে করোনা বিষয়ে সচেতনতা

করোনার মহামারী প্রতিরোধে কমিউনিটিকে যুক্ত করে ঘরে ঘরে সচেতনতার বার্তা পৌঁছাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এডুকো-বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত PQE, AYD প্রজেক্টের কর্মএলাকায় এনিমেশন ভিডিও বার্তার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষিত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ স্টেক-হোল্ডারদের কোভিড বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। ভিডিওটিতে কোভিড-১৯ বিষয়ে যেসকল বার্তা রয়েছে তা হলো- নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করা, পরিবারে সকলে মিলেমিশে থাকা ও আনন্দে সময় কাটানো, করোনাকালীন পড়াশোনা ও সৃজনশীল কাজ, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, একে অপরের কথা শোনা ও পারস্পরিক সহযোগিতা, মাস্ক পরিধান করা, ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে কিছু সময় পরপর হাত ধোঁয়া, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে শিষ্টাচার মানা, খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম ও সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণ না করা ইত্যাদি।

এ ছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর এডুকো-বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত PQE, AYD প্রজেক্টের মাধ্যমে 'শিশুদের করোনাভাইরাস হতে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়' এবং 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়' শিরোনামে দুটি লিফলেট প্রকাশ করেছে। লিফলেট দু'টির মাধ্যমে প্রকল্পের

লক্ষিত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ স্টেক-হোল্ডারদের সচেতন করা হচ্ছে।

সৈয়দপুরের ডাম কাপ-আপ প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) কিং আবদুল্লাহ হিউম্যানেটিরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহযোগিতায় জুলাই ২০২০ থেকে ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মাদপুর এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় ৫ বছর মেয়াদি কাপ-আপ নামক একটি শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায় বস্তি-এলাকার ৯৭৫০ শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও প্রকল্পের কার্যক্রম উপজেলা প্রসাশনকে অবহিত করার লক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০২১ বুধবার উপজেলা পরিষদ সম্মেলনকক্ষে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. নাসিম আহ্মেদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মোখছেদুল মোমিন।

মো. মোখছেদুল মোমিন বলেন "ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যারা সৈয়দপুরে গুণগত শিক্ষা প্রদানে কাজ শুরু করেছে। বস্তি এলাকায় গুনগতমান বজায় রেখে উপানুষ্ঠনিক শিক্ষায় ডাম কাজ করবে বলে আশা রাখি।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে ডামের চিফ অব এডুকশেন এন্ড টিইভিটি মো. সাহিদুল ইসলাম বক্তব্যে বলেন, ডাম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় যে মান অর্জন করছে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ডামের মাল্টিগ্রেড মডেল ইতোমধ্যে দেশে ও বিদেশে কার্যকরী মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দাতা সংস্থার প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. শাহ্জাহান মন্ডল এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রেহেনা ইয়াসমীন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম। প্রকল্পের উপর উপস্থাপনা করেন প্রকল্পের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন কোঅর্ডিনেটর শেখ শফিকুর রহমান।

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী পরিদর্শন করেন। তিনি আহ্ছানিয়া মিশন চিলড্রেন সিটির কার্যক্রম, ভবন সংস্কার কাজ ও ভবনগুলির প্রত্যেকটি ফ্লোর পরিদর্শনের পাশাপাশি কৃষি জমিতে শিশুদের প্লটভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

রংধনু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ

স্কুল ইউনিফর্ম হাতে রংধনু ইউসিএলসির শিক্ষার্থীরা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার রংধনু ইউসিএলসির শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অভিভাবকদের উপস্থিতিতে চলতি বছরে নতুন ভর্তিকৃত ৭০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়।

কমিউনিটির উদ্যোগে এবং রংধনু ইউসিএলসির সিএমসি সভাপতি মনিরুল হুদা বাবনের সার্বিক তত্ত্বাবাধনে 'পোশাক বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২১' আয়োজন করা হয়। এছাড়া কারিতাসের (ড্রীম) ইনচার্জ মো. কবির হোসেন ইউসিএলসির এ্যাডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এবং ভলেনটিয়ারদের মাঝে তাদের স্বেচ্ছাসেবার জন্য ২০টি শার্ট উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

সভাপতি মনিরুল হুদা বাবন বলেন যে, সকলের সহযোগিতার রংধনু ইউসিএলসির শতভাগ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম রয়েছে এবং তাদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রংধনু ইউসিএলসি কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণিকার্যক্রম চালু রাখবে তা সবাইকে জানানো হয়।

এছাড়াও এই আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন সিএমসি কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকগণ, এনজিও প্রতিনিধিসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজর হাসিনা বেগম। এই অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত ও সহযোগিতার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সিএলসিতে ইফতার ও সেমাই চিনি বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত এডুকেশন সার্ভিসেস ফর আপলিফ্টমেন্ট অব আল্ট্রা পুওর স্লাম ডুয়েলার্স প্রকল্পের বাউনিয়াবাধ সিএলসির শিক্ষার্থীদের ইফতার ও সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের মিরপুর এরিয়ার বাউনিয়াবাধ সিএলসির ৫০ জন সিএলসির শিক্ষক ও কমিউনিটির সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ইফতার ও সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়। ৮ মে ২০২১, মিরপুর এরিয়ার বাউনিয়াবাধ সিএলসিতে সিএমসি কমিটি ও স্থানীয় লোকজনের আর্থিক সহযোগিতায় এই ইফতার ও সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়। ব্যবসায়ী মো. মামুনুর রশীদ শিক্ষার্থীদের জন্য সেমাই চিনি দান করেন।

কমলাপুরে পথশিশুদের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ

রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থানকরা শিশুর বেশিরভাগ রেলযাত্রীদের বোঝা টেনে ও ভিক্ষা করে জীবন-যাপন করে। লকডাউনের কারণে সারাদেশে রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকায় এসব শিশুরা অনেক বেশি কষ্টে আছে। ঈদকে সামনে রেখে এসব পথশিশুদের মাঝে ঈদের উপহার সামগ্রী ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার প্রকল্প ও সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ। ১০ মে, ২০২১ রেলওয়ে স্কাউট প্রশিক্ষণ মাঠে এসব উপহারসামগ্রী শিশুদের হাতে তুলে দেন আয়োজকরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অধিকার প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ও সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ট্রেজারার রাশেদ বিন মান্নান প্রমুখ।

মিরপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ইফতার বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত এডুকেশন সার্ভিসেস ফর আপলিফ্টমেন্ট অব আল্ট্রা পুওর স্লাম ডুয়েলার্স প্রকল্পের জ্যোতি ও গোঁধূলী ইউসিএলসির শিক্ষার্থীদের ইফতার বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মিরপুর এরিয়ার গোঁধূলী ইউসিএলসির ২৫০ জন এবং গোঁধূলী ইউসিএলসির ২৬০ জনসহ মোট ৫১০ জন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কমিউনিটির সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়েছে। ৩ ও ৪ মে ২০২১ মিরপুর এরিয়ার জ্যোতি ও গোঁধূলী ইউসিএলসিতে সিএমসি কমিটি ও স্থানীয় লোকজনের আর্থিক সহযোগিতায় এই ইফতার বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানে সিএমসি কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোদাচ্ছেদ হোসেন মাসুম, ফিল্ড ম্যানেজার কাজী ইউনুচুর রহমান, টেকনিক্যাল অফিসার ফারিয়া তাসমিন শিপা এবং সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার, শিক্ষিকাবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানটি কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করা হয়।

উল্লেখ্য, কিং আব্দুল্লাহ হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ইউসিএলসিতে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রাজধানীর মিরপুরস্থ ইউসিএলসিতে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ

মিশনের শিক্ষা সেক্টরের কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাব গঠন

কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাব গঠনের জন্য কর্মশালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের এডলোসেন্ট এন্ড ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ঢাকার গুলশান এলাকার কালাচাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের নিয়ে 'জগন্নাথপুর কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাব' গঠন সম্পন্ন হয়েছে। দাতা সংস্থা এডুকো-বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় ৬ জুন ২০২১-এ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৫০ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের অংশগ্রহণ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে গুলশান এলাকার উক্ত ক্লাব গঠন করা হয়।

ক্লাব গঠন ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. শাহনেওয়াজ, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন টেকনিক্যাল অফিসার সায়মা আক্তার দিপ্তি। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী ও যুব ক্লাব কি, কেন, ক্লাব গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, ক্লাব সদস্য ও কমিটির দায়-দায়িত্ব, করণীয়-বর্জনীয়, কর্মপরিকল্পাসহ সামাজিক সকল কাজে ক্লাব সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তাৎক্ষণিক ভোটের মাধ্যমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ঠ ক্লাব পরিচালনা কমিটি গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ পাঠ করানো হয়। সবশেষে ক্লাব কমিটির সভাপতির নিকট ক্লাবের গঠনতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এওয়াইডি প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা সিটি এবং নারায়ণগঞ্জ এলাকায় এ ধরনের ২০টি ক্লাব গঠন করে কিশোর-কিশোরী ও যুবদের সংগঠিত করে সামাজের অসংগতি ও উন্নয়নে কাজ করা হবে।

"নিরাপদ ইশকুলে ফিরি" ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফেরাতে কর্মশালা

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রভাবে প্রায় ১১মাসের বেশি সময় যাবৎ বন্ধ আছে দেশের স্কুলগুলো। মহামারী পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে পুনরায় স্কুল খুলে দেয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে সরকার, যা কিনা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরও চাওয়া। পরিকল্পনা মাফিক স্কুল খোলার এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন সমন্বিত অংশগ্রহণ, ব্যাপক প্রস্তুতি ও সচেতনতা বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে কর্মরত ১৫টি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা "নিরাপদ ইশকুলে ফিরি" নামক ক্যাম্পেইনের আওতায় একত্রিত হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য হলো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্কুল খোলার আয়োজনকে সফল করা; যেন শিশুরা নিরাপদে শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরে আসতে পারে।

উপর্যুক্ত ক্যাম্পেইনের আওতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, অংশীশজনের সাথে পরামর্শ সভা "নিরাপদ ইশকুলে ফিরি" নামক ক্যাম্পেইন কর্মসূচি শিরোনামে একটি সভার আয়োজন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ১০ জন সদস্য এবং ১৫ জন বেসরকারি স্কুল শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পেইন এ্যালায়ান্স সদস্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর পক্ষে এবিএম সাহাব উদ্দিন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জয়ফুল প্রকল্প, সভাটি আয়োজন করেন।

কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম চলছে হাজারীবাগ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হাজারীবাগ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কোভিড-১৯ টিকা দান কার্যক্রমের উদ্বোধন করে মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোখলেছুর রহমান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হাজারীবাগ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং অদ্যাবধি চলমান রয়েছে এ কার্যক্রম। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়), ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩, নগর মাতৃসদন, হাজারীবাগে কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোখলেছুর রহমান কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া, ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. ইসরাত শারমিন ও ডা. খন্দকার রাকিবা রহমান এফপি কো-অর্ডিনেটর।

ডা. মীর মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ডা. সানজিদা ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ডা. মহিবুল কাশেম, সার্ভিল্যান্স ইমুনাইজেন মেডিকেল অফিসার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারীপ্রকল্প-২য় পর্যায় (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়), ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩, নগরমাতৃসদন, হাজারীবাগ পার্ক, হাজারীবাগ কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

আহ্ছানিয়া হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের নিচতলায় উদ্বোধন হলো আহ্ছানিয়া হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়টি উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আসিফ আহমেদ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচি সমন্বয়কারী শেখ মহব্বত হোসেন ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণের লক্ষে গড়ে উঠেছে আহ্ছানিয়া হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধীনে এটি একটি সেবামূলক কার্যক্রম। বর্তমানে এই মানবিক কার্যক্রম মোহাম্মদপুর ছাড়াও ঢাকা শহরের যাত্রাবাড়ী, কাওরানবাজার ও রায়েরবাজার এলাকার মানুষের বিনামূল্যে ঔষধসহ স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রাজধানীর উত্তরাস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে ক্যান্সার সচেতনতার ওপর মূল আলোচনায় অংশ নেন হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস এবং কনসালটেন্ট অনকোলজি ডা. ভাস্কর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান ও স্থানীয় দুজন কমিশনার শরীফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম যুবরাজ।

জেন্ডার এমপাওয়ারমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

৩ জুন ২০২১ স্বাস্থ্যসেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ঢাকা আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য়পর্যায়, ডিএসসিসি, পিএ-৩ জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং থ্রু ইকুইটি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের জেন্ডার স্পেশালিস্ট ক্রাজাই চৌধুরী, স্বাস্থ্যসেক্টরের জেন্ডার ফোকাল আমির হোসেন, সহযোগী জেন্ডার ফোকাল মাহফিদা দীনা রুবাইয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ডা. নুসরাত মোমেন এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সানজিদা ইসরাম। প্রশিক্ষণে জেন্ডার ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেন্ডার পলিসি নিয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়।

আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিদর্শনে রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে হেনা আহমেদ হাসপাতাল ও মনোযত্ন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তুরস্কে বাংলাদেশের রাস্ট্রদূত মসুদ মান্নান

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে হেনা আহমেদ হাসপাতাল ও মনোযত্ন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তুরস্কে বাংলাদেশের রাস্ট্রদূত মসুদ মান্নান। পরিদর্শন শেষে রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান তাঁর মরহুমা শ্বাশুড়ীর স্মরণে ৩টি হুইল চেয়ার ডামের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সেক্রেটারী আনিসুল কবির জাসির, ডাম-এর স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তা ডা. নায়লা হক, রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী কবি কামরুল হাসান, সাংবাদিক মাহমুদ হাফিজ প্রমূখ।

মাদকবিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক গোলটেবিল সভা

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ৯ মে ২০২১ মাদকবিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক একটি গোলটেবিল সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুহাম্মদ শরিফুল হক, পুঠিয়া উপজেলার উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা নুরুল হাই মোহাম্মদ আনাস, দুর্গাপুর উপজেলার উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা মো. মোহসীন মৃধা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মো. জাফরউল্লাহ কাজল।

“পর্যটন এলাকাকে ধুমপানমুক্ত করা প্রয়োজন”

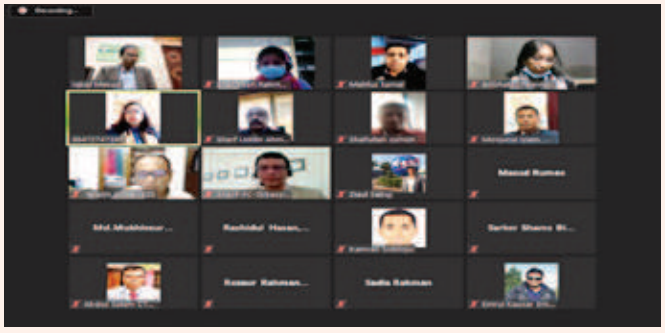

‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক’ ভার্চুয়াল সভা

রেস্তোরাঁসহ পর্যটন এলাকাকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করতে আইন সংশোধন প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ৩ ফেব্রুয়ারি ‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক’ এক ভার্চুয়াল সভায় এ অভিমত প্রকাশ করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ এবং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএসএস’র অনলাইন ইনচার্জ তানজীব আনোয়ার।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, কানাডা, স্পেন, নেপালসহ বিশ্বের ৬৩টি দেশে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত জায়গা নিষিদ্ধ করে আইন রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, যেহেতু ধূমপানের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, সেহেতু হোটেল রেস্তোরাঁগুলোকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমই পারে আমাদের এই বার্তা নিয়মিতভাবে সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে।

এটিজেএফবি’র সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণ বলেন, আকাশ পথে যদি ধূমপান নিষিদ্ধ থাকে তবে অন্যান্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টেও ধূমপান নিষিদ্ধ করতে কঠোর আইন করতে হবে।

সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানোর আহবান

তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রতিনিধি দলের সাথে কাজী ফিরোজ রশীদ এমপি 'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

'একজন ধূমপায়ী নিজেই কেবল ক্ষতিগ্রস্থ হন না। তার দ্বারা পরোক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হন আশেপাশের মানুষজন। একারণে ধূমপায়ী ব্যক্তি যাতে সিগারেট ছাড়তে বাধ্য হন সেজন্য সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো উচিত। এছাড়া ট্যাক্স বাড়ালে সরকারেরও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে বলে অভিমত দিয়েছেন ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ।

২৭ মার্চ শনিবার রাজধানীর কলাবাগানে নিজ কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে কাজী ফিরোজ রশীদ এমপি এ কথা বলেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মো. শরিফুল ইসলাম এবং মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভী। প্রতিনিধি দল কাজী ফিরোজ রশিদ, এমপিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সিগারেটের ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো, সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা। নিম্ন স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। মধ্যম স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৭০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। উচ্চ স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১১০ টাকা নির্ধারণ করে ৭১.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক করা এবং প্রিমিয়াম স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১৪০ টাকা খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এছাড়া মধ্যমেয়াদে (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) সিগারেটের ব্রান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনা।

প্রতিনিধি দল এ সম্পর্কে আসন্ন বাজেট অধিবেশনে কাজী ফিরোজ রশিদ, এমপির সমর্থন চান। কাজী ফিরোজ রশিদ, এমপি প্রতিনিধি দলকে তাদের কার্যক্রমের জন্য সাধুবাদ জানান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গড়তে করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা

'২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আইন সংশোধন প্রয়োজন'

তামাক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে। এ কারণে তামাকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকারস সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দেন। তাই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আইন সংশোধন প্রয়োজন- 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গড়তে করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম ২৩ মার্চ একথা বলেন।

রাজধানীর তোপখানা রোডে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সভা কক্ষে এদিন সকালে এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব তাহমিদুল ইসলাম। সভায় মূলপত্র উপস্থাপন করেন বিসিআইসির সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স বাংলাদেশের লীড পলিসি এডভাইজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে সভার সহযোগিতায় ছিল ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে)।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা উচিত, যাতে তামাকগ্রহীতাদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যায়।

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার গৃহীত পদক্ষেপের কারণে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে তামাকের ব্যবহারের হার হ্রাস পেয়ে ৩৫.৩% হয়েছে, যা ২০০৯ সালে ৪৩.৩% ছিল।

মাদক সমস্যা নিরসন

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান

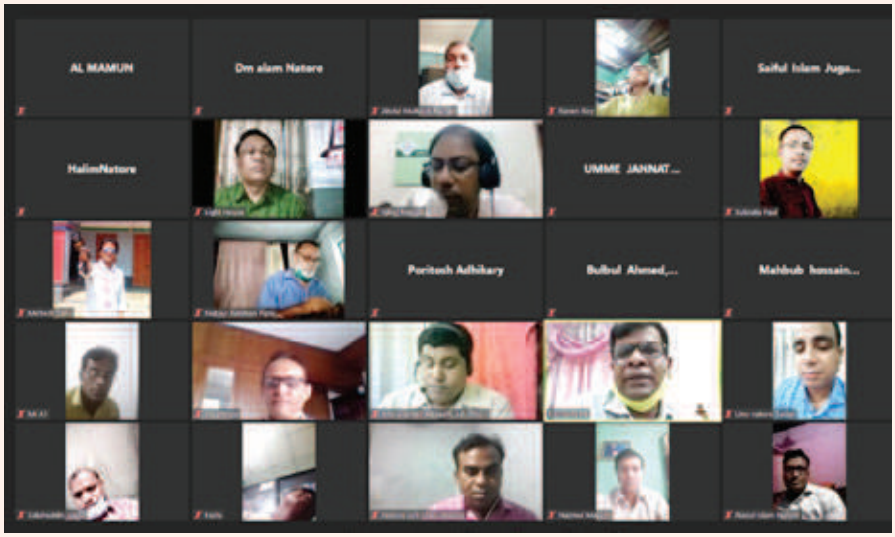

মাদক বিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স (শূন্য সহিষ্ণুতা) নীতি ঘোষণা করেছেন। সরকারের জিরো টলারেন্স (শূন্য সহিষ্ণুতা) নীতি বাস্তবায়নে মাদক সমস্যা নিরসনে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলকে কাজ করতে হবে, নাটোর জেলায় মাদক বিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক গোলটেবিল সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন নাটোর জেলা প্রশাসক মো. শাহ রিয়াজ পিএএ। ড্রাগ অ্যাবিউজ রেজিসটেনস্ এন্ড আন্ডার স্ট্যান্ডিং (দাড়াও) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও লাইট হাউজ কনসোর্টিয়ামের আয়োজনে ২৪ মে ২০২১ মাদক বিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন নাটোর সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাটোর জেলার সহকারি পরিচালক আলমগীর হোসেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লাইট হাউজের নির্বাহী পরিচালক মো: হারুন-অর -রশিদ।

কারা কর্মকর্তাদের মাদকের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

দেশের ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগারের কারাকর্মীদের তিনটি ব্যাচের মাধ্যমে 'মাদক নির্ভরশীল কারাবন্দিদের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণটির প্রথম ব্যাচটি ২৯ মে ২০২১ উদ্বোধন করা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণটি জার্মান সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড এর যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) মো. খাইরুল আলম শেখ, কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন এবং জিআইজেড বাংলাদেশের রুল অব ল প্রোগ্রামের অপারেশন্স ডিরেক্টর মিজ তাহেরা ইয়াছমিন ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মাদক বিরোধী কমিটির সদস্য ইকবাল মাসুদ।

আইন সংশোধনের মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনী ও খুচরা বিক্রি বন্ধ চান বিএসএসএফ

বর্তমান 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' আইনে তামাক জাতীয় দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও প্রদর্শন পুরোপুরি নিষেধ। তবে বিদ্যমান আইনে বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনী বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর এ সুযোগে তামাক কোম্পানীগুলো বিক্রয়কেন্দ্রে তাদের পণ্যের প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রকারন্তরে মূলত পণ্যের প্রসার ঘটাচ্ছে। আর এজন্য বর্তমান আইনের সংশোধন চান বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন (বিএসএসএফ)। ৯ মার্চ ২০২১ রাজধানীর বিজয়নগরে বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এক যৌথ মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ দাবি জানান। বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মোসাদ্দেক হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. মোকাদ্দেম হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আ. মোত্তালেব, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, যুগ্ম সম্পাদক ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎসজীবী জেলে সমিতির সভাপতি আনোয়ার হোসেন শিকদার, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎসজীবী জেলে সমিতির যুগ্ম আহবায়ক মো. উমর ফারুক, বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. বজলুর রহমান বাবলু, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, সিনিয়র পলিসি এ্যাডভাইজার মো. আতাউর রহমান মাসুদ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী ও সাধারণ সদস্যগণ। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোকাদ্দেম হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আইনী সংশোধনের মাধ্যমে বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্য প্রদর্শন ও খুচরা বিক্রয় বন্ধ করার সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

উখিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক

১৭ জুন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর বাস্তবায়িত উখিয়া ১৩ নম্বর ক্যাম্পের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) কে. এম. তারিকুল ইসলাম।

পরিদর্শনকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা, ক্যাম্প-ইন-চার্জ মুহাম্মদ ওয়াসিকুল ইসলাম, সহকারি হেলথ কো-অর্ডিনেটরটির ডা. সারোয়ার জাহান, খ্রিস্টান এইড মি: সুকান্ত চন্দ্র, আফরোজা হোসেন, ডা. হালিম রেজা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রমুখ।

এসময় করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে. এম. তারিকুল ইসলামসহ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রসূতি ও শিশু ওয়ার্ড, জরুরি বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা ও টিকা কার্যক্রম, মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম, কাউন্সিলিং সেন্টার, ল্যাব রুম, আইসোলেশন রুম, ফার্মেসিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত এই কেন্দ্র থেকে সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করায় মহাপরিচালকসহ সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

‘অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রাজধানীর হাজারীবাগে ‘অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ’ বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হলো ১৯ জুন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএসসিসি, পিএ-৩ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়ের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. আলতাফ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রূবাইয়া। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদ তুলে দেন।

উখিয়ায় ১৩ নম্বর ক্যাম্পের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে. এম. তারিকুল ইসলাম

বাজেটে তামাক-কর বৃদ্ধি

৩৩৬ এমপিকে চিঠি দিলেন মিশন প্রেসিডেন্ট

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির জন্য এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রতি ৩৩৬ জন সংসদ সদস্যদেরকে চিঠি দিয়েছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদাভাবে দেয়া এই চিঠিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে তামাক-কর ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩টি প্রস্তাবনা রাখেন। সেগুলো হলো-

১। সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

২। ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়িতে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫%) সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

৩। জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা অর্থাৎ, প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ; এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা।

মুক্তিপ্রাপ্ত কারাবন্দীর হাতে জীবিকায়নে সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্তদের পুনর্বাসন

জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ কারা কনভেনশন সেন্টারে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিসহ কারা কর্মকর্তাদের মানবিক এবং প্রশাসনিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিদ্যমান 'কারা আইন' সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হিসেবে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার 'বাংলাদেশ প্রিজন্স এন্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট' প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর-এর পরিচালক ইকবাল মাসুদ। কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার, বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সম্মানিত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন, রুল অব ল প্রোগ্রামের প্রধান মিজ প্রমিতা সেনগুপ্ত এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর সভাপতি রফিকুল আলম।

উল্লেখ্য, করোনাকালীন সময়ে গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সেলাই মেশিন, ইলেক্ট্রনিক টুলবক্স, ভাসমান টি স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রসহ বিভিন্ন জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়-এর উদ্যোগে 'পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য বিষয়ক' আলোচনা সভা ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

সভায় নগর মাতৃসদনের ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. ইশরাত শারমিন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর খাদ্যাভাস দেহে অত্যাবশ্যক পুষ্টি ও শক্তির যোগান বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মেডিকেল অফিসার ডা. তাহমিনা আক্তার।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী মা ও অভিভাবকগণ আলোচনা শেষে 'পুষ্টিকর খাদ্য প্রদর্শনী' ঘুরে দেখেন। এ সময় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পুষ্টিগুন ও কীভাবে স্বাস্থ্যকর উপায়ে পরিবেশন করা যায় তা বলা হয়। প্রকল্পের এমআইএস অফিসার মো. মনিরুজ্জামান সামগ্রিকভাবে সহযোগিতা করেন।

বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করতে আইন সংশোধন প্রয়োজন

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে আইন সংশোধন জরুরি।

৪ জানুয়ারি ২০২১, সোমবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত 'তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন সর্ম্পকিত জরিপের ফলাফল প্রকাশ' শীর্ষক ভার্চুয়াল এক আলোচনা সভায় এ দাবী জানান বক্তারা।

তামাকজাতদ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক কোম্পানীগুলো যে সকল কৌশলসমূহ অবলম্বন করছে সে সক্রান্ত 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। সহযোগিতায় ছিল ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্।

জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের **সচিব মো. আবদুল মান্নান**। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের **অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেছা বেগম,** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের **যুগ্ম সচিব মো. জিল্লুর রহমান চৌধূরী ও বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মো. মোস্তফিজুর রহমান**। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হেল্থ ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক **ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিগণ।

তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজ করবেন

-মো. সাদেক খান এমপি

ঢাকা-১৩ আসনের সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তরের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মো. সাদেক খান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণার প্রতি আমার শতভাগ সমর্থন রয়েছে। তিনি এ সংক্রান্ত সকল কাজে নিজে সম্পৃক্ত থাকবেন বলেও জানিয়েছেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর রায়েরবাজারে নিজ কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মো. সাদেক খান, এমপি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মো. শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভী ও প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান ইমন। প্রতিনিধি দল মো. সাদেক খান, এমপিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

এসময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মো. শরিফুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশ সরকার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

তবে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি এফসিটিসির সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। আর তাই আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে তামাক কোম্পানীগুলো। এজন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনে মো. সাদেক খান, এমপির সমর্থন চান প্রতিনিধি দল। মো. সাদেক খান, এমপি প্রতিনিধি দলকে তাদের কার্যক্রমের জন্য সাধুবাদ জানান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর রায়েরবাজারে নিজ কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মো. সাদেক খান, এমপি

শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে হলিডে হেলথ কার্ড বিতরণ

গত ৮ মার্চ স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়), পার্টনারশিপ এরিয়া-৩, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী নারীদের জন্য হলিডে হেলথ কার্ড বিতরণ করে। স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডে ৬টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং নগর মাতৃসনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও গর্ভবতী মাদের জন্য প্রসব ও প্রসব পরবর্তী সেবা স্বল্পমূল্যে প্রদান করছে। শ্রমজীবী নারীদের স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে 'হলিডে হেলথ কার্ড' প্রদান করা হয়। হলিডে হেলথ কার্ডপ্রাপ্তরা এক বছরে যতবার প্রয়োজন ততবার এ কার্ড দেখিয়ে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নগর মাতৃসদন হতে ফিজিশিয়ান ও গাইনি বিশেজ্ঞ দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবেন। এছাড়া প্রকল্পের অন্যান্য সেবায় আর্থিক ছাড় দেয়া হবে। ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায় এর নগর মাতৃ সদন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এবং মাসে একটি শুক্রবার নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে স্যাটালাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। শ্রমজীবী নারীরা সরকারি ছুটির দিনেও নগর মাতৃসদন হতে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। হেলথ কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. শারমিন মিজান, উপপ্রকল্প পরিচালক (সার্ভিস ডেলিভারী), ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। অনুষ্ঠানের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. ইশরাত শারমিন ও অন্যান্য সহকর্মীরা।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন।

২১ জানুয়ারি ২০২১, টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি

২১ জানুয়ারি ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

বৃহস্পতিবার রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনের যেসব দুর্বলদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহআমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এডভোকেসি সভা বক্তব্য রাখছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

মাদক প্রতিরোধে প্রয়োজনে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম-যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে 'ড্রাগ এবিউজ রেসিসটেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (দাড়াও)' প্রকল্পের আয়োজনে গত ২১ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এক এডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়। এডভোকেসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনার পরিচালক মু. নুরুজ্জামান শরীফ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালকগন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাতটি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক, উপ-পরিচালকগন সহকারী পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইউএসএইড এবং ইউকেএইড-এর আর্থিক সহায়তায় কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রোমোটিং অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রাইটস (পার) কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলায় দাড়াও প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়বায়িত হচ্ছে। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লাইট হাউজের নির্বাহী প্রধান মো. হারুন-অর-রশিদ। এরপর সভার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভায় কাউন্টার পার্ট ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিট সৈয়দ সুলতান চাঁদ, দাড়াও প্রকল্পের ব্যবস্থাপক এস এম মনোয়ার হোসেন, উৎস, ডিটিসি, আমি, সৃষ্টি, গ্রীন লাইফ, অর্জন,ভাওয়াল, প্রয়াস এবং তুরাগ মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলেই মাদক প্রতিরোধে চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপ, সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা কার্যক্রম, নারী মাদকনির্ভরশীলদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা,কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম করার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন। চিকিৎসা কেন্দ্রের উপস্থিত প্রধানগন শেয়ার করেন তারা বিভিন্ন দিবস উদযাপনের মাধ্যমে তারা সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার বলেন মাদক প্রতিরোধে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এজন্য প্রতিটি জেলায় স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

জামালপুরে ২০২০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

১৭ই জানুয়ারি ২০২০ মেলান্দহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তামিম আল ইয়ামীন-এর উপস্থিতিতে উপজেলার ২৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধি সম্মত সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০২০ সালের বন্যায় জামালপুর জেলার মেলান্দহ, ইসলামপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ২ হাজার ৮শ' পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সামগ্রী বিতরণ, অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ অর্থ বিতরণ, নতুন টিউবওয়েল স্থাপন, টিউবওয়েল সংস্কার, ল্যাট্রিন মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঘর মেরামত সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সিভিল প্রোটেকশন ও হিউম্যানিটেরিয়ান এইড (ECHO)-এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ এবং সেইভ দ্যা চিলড্রেন এর সার্বিক সহযোগিতায় "Immediate recovery assistance to respond to the first needs of flood affected people in Jamalpur and Sirajgonj districts from Northern Bangladesh" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ই জানুয়ারি ২০২০ মেলান্দহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তামিম আল ইয়ামীন-এর উপস্থিতিতে উপজেলার ২৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধি সম্মত সামগ্রী বিতরণ ও অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরিবার প্রতি ৩,০০০ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে মাঠ পর্যায়ের বিতরণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় মেলান্দহ উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নে ৫০০, দুরমুঠ ইউনিয়নে ৪০০, ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নে ৪০০ পরিবার, ইসলামপুর উপজেলার গোয়ালের চর ইউনিয়নে ৩৫০ পরিবার এবং দেওয়ানগঞ্জ সদর ইউনিয়নে ৩৫০, পৌরসভার ৩০০ পরিবারসহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মোট ২,৩০০টি পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত সামগ্রী ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরিবার প্রতি ৩,০০০ টাকা করে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ৭টি নতুন টিউবওয়েল স্থাপন, ১৭টি টিউবওয়েল সংস্কার, ল্যাট্রিন মেরামতের জন্য ২৫০টি পরিবারকে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ৩,০০০ টাকা প্রদান এবং ঘর মেরামতের জন্য ২৫০টি পরিবারকে এককালীন ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে কোভিড-১৯, বন্যা ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক বার্তা সম্বলিত ৮টি বিলবোর্ড স্থাপন, রেকর্ডকৃত অডিও সম্প্রচার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল পর্যয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজে

আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের ৫০ লাখ টাকা অনুদান

১৬ জানুয়ারি ২০২১ আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের কার্য-নির্বাহী কমিটির (ইসি) ২০তম সভা ধানমন্ডিতে মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম।

পঞ্চগড় আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরির ২৫৩ জন অনাথ এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত বালকের লেখা পড়ার জন্য বিদ্যালয় ভবন নির্মান বাবদ আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্ধ দিয়েছে। উক্ত টাকার চেক প্রেসিডেন্ট-এর হাত থেকে গ্রহন করেন ডাম কনস্ট্রাকশনের ইঞ্জিনিয়ার কাজী মো. আঃ মোমেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, যুগ্ম-সম্পাদক ফিরোজ আলম, সদস্য খন্দকার রুমী এহসানুল হক, মো. আহছানউল্যা, লে.কর্নেল মো. রুহুল আমীন(অবঃ), নুরে আলম মীর ও শ্রদ্ধেয়া রেবেকা সুলতানা। অত্যন্ত বর্ণাঢ্য আয়োজনে চেক হস্তান্তর সম্পাদিত হয়। প্রেসিডেন্টের সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৫০ লাখ টাকার চেক প্রদান করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত শিক্ষা সেক্টরের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু অধিকার দিবস বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটি মিরপুর, মোহাম্মদপুর, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলাসহ সকল প্রকল্প এলাকায় যথাযথ মর্যাদা ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পালন করা হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, কেক কাটা এবং উপস্থিত বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। সিএমসি কমিটির সম্মানিত সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রকল্পগুলোর কর্মী উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। চিফ অব এডুকেশন এন্ড টিভেট সেক্টরও প্রকল্প পরিচালক (এডুকেশন সার্ভিসেস অব আল্ট্রা-পুওর স্লাম ডুয়েলার্স প্রজেক্ট) মিরপুরে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

‘নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’

উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় ফল প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন (সিইই) আয়োজিত **‘নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’** শীর্ষক উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে গাজী মো. রাইসুল ইসলাম (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), মোহাম্মদ নূরুদ্দীন শহীদ (ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মো. রাফিদ হাসান (ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ)। এছাড়া আরো ১৩জন প্রতিযোগীকে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে ১ম স্থান অর্জনকারী পাবেন নগদ ১০ হাজার টাকা, ২য় স্থান অর্জনকারী সাতহাজার টাকা এবং ৩য় স্থান অর্জনকারী পাঁচহাজার টাকা। বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার হিসেবে অন্য ১৩ জন প্রত্যেকে পাবেন দুই হাজার টাকা। সঙ্গে থাকবে নৈতিকতা বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ ও বিশেষ প্রকাশনা, যেমন দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *‘শোকের মাস আগস্ট, স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু’*; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা(র.)-এর লেখা *আমার জীবনধারা*; *এথিকস ডায়েরি* ইত্যাদি।

বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত ১৩ জন হলেন মো. মোহাইমিনুল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; নাজনীন নাহার অনন্যা সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; সুহৃদ সাদিক বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জাহিদ হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আসিফ ইমতিয়াজ; অভিতোষ চক্রবর্তি; তানভীরা আনু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; এ কে এম নাসির উদ্দিন; মো. মাঈনউদ্দীন, প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রামপুরা, ঢাকা; আ. ন. ম এহছানুল মালিকী সিনিয়র গ্রন্থাগার সহকারী ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়; হাবিবা সামাদ বিমা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; আঁখি আক্তার বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, সিলেট; এবং দীলিপ রায় প্রভাষক, এমসি কলেজ, সিলেট।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩ এর নগর মাতৃসদন, হাজারীবাগ পার্ক, হাজারীবাগে ‘আমার চোখে স্বাধীনতা’ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক বিভাগ (৯ হতে ১১ বছর) ও খ বিভাগ (১২ হতে ১৫ বছর) দুইটি বিভাগে ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

ক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন মালিহা মুস্তরী কাশফিয়া, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আবির খান আলীম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মো. মুস্তাকিম ও খ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন ফারহানা আক্তার নুপুর, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আন্বিয়াতুল মুসরাত ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ইভা বেপারী। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার, ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মারজানা মুনতাহা, সৈয়দা তাহসিন হাসান ও ডা. আকন্দ রায়হানা তুল-জান্নাত।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের অতিথি আরবার প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, মনিটরিং অফিসার শারমীন মজুর।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের স্মরণে রাজধানীর বনানীস্থ হোটেল সারিনাতে দিনব্যাপী ছবি আঁকা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা ছবি আঁকছেন

হোটেল সারিনাতে ছবি আঁকা কর্মশালা

গত ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের স্মরণে রাজধানীর বনানীস্থ হোটেল সারিনাতে দিনব্যাপী ছবি আঁকা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল চিত্রশিল্পী এবং আয়োজকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কর্মশালাটি শুরু হয়।

কর্মশালায় আহম্মেদ নেওয়াজ ও আফজাল হোসেনসহ দেশবরেণ্য সাতান্ন জন চিত্রশিল্পী ছবি উক্ত প্রদর্শনীতে অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোটেল সেরিনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম সারোয়ার চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন হোটেল সারিনার চেয়ারপার্সন সাবেরা সারোয়ার নীনা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শেখ মোহব্বত হোসেন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। এ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেশি ও বিদেশি তারকা অতিথিগণ। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র তুলে দেয়া হয়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন হোটেল সেরিনা কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত চিত্রশিল্পীদের সদ্য আঁকা ছবিগুলো পরবর্তীতে নিলামে বিক্রয় করা হবে, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এবং মানবতার স্বার্থে, হোটেল সারিনা পূর্বেই মাসব্যাপী একটি পূরাতন বই সংগ্রহ কর্মসূচির সূত্রপাত করেছিল। সংগৃহীত বইগুলো উক্ত অনুষ্ঠানে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর বাচ্চাদের জন্য পাঠাগার নির্মাণের নিমিত্তে দান করে দেয়া হয়।

প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চীফ অব এডুকেশন এন্ড টিভেট মো. সাহিদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা

ঢাকার কমলাপুরে অধিকার প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রাচীনতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরেকটি মহতী উদ্যোগ 'অধিকার' প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে। পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ঢাকার কমলাপুর এলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অবহিতকরণের লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে আহছানিয়া মিশন-এর চীফ অব এডুকেশন এন্ড টিভেট মো. সাহিদুল ইসলাম প্রকল্প অফিস উদ্বোধন করেন। সংস্থার এডুকেশন সেক্টরের সমন্বয়ক শেখ মহব্বত হোসেনের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি জাকির আলম রিবন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ। বক্তারা এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সকলে পথ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই উদ্যোগে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, দাতাসংস্থা হিউম্যান আপিলের আর্থিক সহযোগিতায় ৩ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

প্রয়াত আলহাজ্জ মো. জিয়াউদ্দিনের স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

গত ৩ এপ্রিল ২০২১, শনিবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত আলহাজ্জ মো. জিয়াউদ্দিনের স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তার কর্মময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মিশনে কর্মরত সময়ে মিশনের প্রতি তার অবদানগুলো তুলে ধরা হয়।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, আলহাজ্জ মো. জিয়াউদ্দিন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়নে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং মিশনের বর্তমান সভাপতি কাজী রফিকুল আলম তার উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভার সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম. খলিলুর রহমান।

এছাড়াও অনলাইনে উপস্থিত থেকে মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, সহসভাপতি প্রফেসর গোলাম রহমান এবং সহসভাপতি আবু তৈয়ব আবু আহমেদসহ মোট ১৩ জন বক্তব্য রাখেন।

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভিক্ষুকদের মাঝে পণ্য সামগ্রী বিতরণ

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ভিক্ষুকদের মাঝে পণ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন মিশন প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভিক্ষুকদের মাঝে পা-চালিত রিকশা, অটো রিকশা, ভ্যানসহ ব্যবসার জন্য শাড়ি-কাপড়, মুদি সামগ্রী, খেলনা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যাকাত ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। প্রতি ভিক্ষুককে ২৫ হাজার টাকা সমমূল্যের পণ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে ১৫ জুন ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের আয়োজনে এক অনানুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমান, ডিএফইডি-র হেড মো. আসাদুজ্জামান ও প্রকল্পে কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিটি ভিক্ষুকের সাথে কথা বলে তাদের স্ব-স্ব কাজের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা বিবেচনা করে তাদের মধ্যে এসকল সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমান বলেন, এই অর্থ আপনাদের পুনর্বাসনে লক্ষ্যে দেয়া হলো। আপনাদের যেন আর ভিক্ষা করে না খেতে হয়, আপনারা যেন স্বনির্ভর হতে পারেন, এটাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন, এ পর্যন্ত আমরা সারাদেশে ১২০১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করতে পেরেছি। তারা আজ ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কাজের মধ্যদিয়ে জীবন-জীবিকা অর্জন করছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রকল্পের কর্মীরা আপনারা সঠিকভাবে কাজ করছেন কিনা, আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করবেন।

অনুষ্ঠানে দু'জন ভিক্ষুক তাদের প্রতিক্রিয়ায় সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেন। মোট ১৬জন ভিক্ষুকের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা বা সমমানের সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ঈদের কাপড় বিতরণ

সম্প্রতি কাপ-আপ প্রকল্পের উদ্যোগে মোহাম্মদপুর এলাকায় জেনেভা ক্যাম্পে স্থাপিত আনন্দ নিকেতন ইউসিএলসির ২৪০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয় এবং রায়ের বাজারে স্থাপিত আনন্দ মিছিল ইউসি এলসির দুঃস্থ ও হতদরিদ্র ৬০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ঈদের খুশি ভাগা-ভাগি করে নেওয়ার জন্য ঈদের নতুন কাপড় বিতরণ করা হয়। কাপ-আপ প্রকল্পের মোহাম্মদপুর এলাকার ফিল্ড ম্যানেজার মো. ইমরান আলম উক্ত ইফতার বিতরণী ও ঈদের কাপড় বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাপ-আপ প্রকল্প আগামী ৫ বছরে ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মাদপুর এবং সৈয়দপুরের বস্তি-এলাকার ২৯২৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শিক্ষা সেবা প্রদান করবে।

ডামের গ্লোবাল রোড সেইফটি উইক-২০২১ উদযাপন

গ্লোবাল রোড সেইফটি উইক-২০২১ পালনে সপ্তাহব্যাপী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ১৮ মে, মঙ্গলবার 'সোস্যাল মিডিয়া সলিডারিটি'-তে অংশ নেয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্যতম সেক্টর এবং সড়কে যারা সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন সেই পুলিশ কর্মকর্তাগণ। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "সড়ক আইন মেনে চলুন, নিরাপদ জীবন গড়ুন" এই বার্তা প্রচার করেন অংশগ্রহণকারী পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ ফেসবুকের মাধ্যমে।

এছাড়া গতকাল ১৭ মে, সোমবার এই 'সোস্যাল মিডিয়া সলিডারিটি'-তে আহ্ছানিয়া মিশেনের স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তাগণ "গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করুন, নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করুন"এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে 'ইউএন গ্লোবাল রোড সেইফটি উইক' সর্বপ্রথম পালন করা হয়। 'স্ট্রিট ফর লাইফ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবছর সপ্তাহব্যাপী (১৭-২৩ মে) 'ইউএন গ্লোবাল রোড সেইফটি উইক' ৬ষ্ঠ বারের মত পালন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী।

সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান, পূবালী ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় দেশে চলমান করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ব্যাংকের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৫০ ও সিটি কর্পোরেশনের বাহিরের শ্রীপুর উপজেলায় ২৫০ জন হত দরিদ্র, সাময়িক কর্মহীন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে অসমর্থ বা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্য থেকে নির্বাচিত মোট ৫০০ পরিবারকে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সহায়তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৯ জুন ২০২১ বিআইডিসি বাজার, গাজীপুরে ২৫০ জন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিলচাল, ডাল, তেল, চিনি, পিয়াজ, রসুন, লবণ, আলু ও মসলা এবং স্বাস্থ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল গোসলের সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, ওরস্যালাইন, মেট্রিল, প্যারাসিটামল এবং মাস্ক।

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

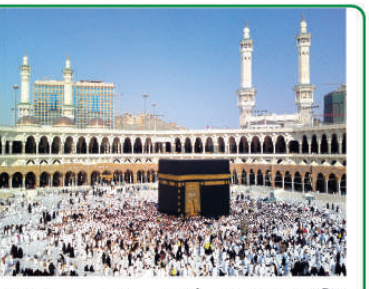

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা

২. বাই-মুয়াজ্জাল

৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক

৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)

২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)

৩। ব্যবসা বাণিজ্য

৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪৩ ● সংখ্যা ১ ও ২ ● জানুয়ারি-জুন ২০২১

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০